জননী।

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

গার্হস্থ্যনীতির দ্বিতীয় ভাগ।

—:o:—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

—:o:—

১৩ নং যোড়াবাগান হইতে

শ্রীপ্রসাদ কুমার মখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—*—

কলিকাতা।

১৯ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, এ, বি, ঘোষ

এবং কোম্পানির যন্ত্রে,

শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২ সাল

বিজ্ঞাপন।

স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের অভাব দূরীকরণার্থে আমরা প্রথমে লেখনীধারণ করি। প্রথম শিক্ষার্থিনীর জন্য "কথোপকথন" প্রকাশ করিয়া, আমরা বলিয়াছিলাম যে, ইহা ক্ষুদ্র বালিকাদিগের জন্য হইল, ইহাতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ মাত্র হইয়াছে ক্রমে তাহার বিশিষ্টরূপ আলোচনা সহ পুস্তক একে একে প্রকাশ করিব। এই উদ্দেশে "নারীদেহ তত্ত্ব" ও "সঙ্গিনী" প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে "জননীও" হইল। "গৃহিনী, "গুনপনা" ও "স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি," এই তিন খানি হইলেই আমাদের কার্য্য শেষ হয়। আমাদের দেখাদেখি এক্ষণে অনেকেই স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, বোধ হয় এ অভাব বঙ্গ সাহিত্যে আর অধিক দিন থাকিবে না।

স্বদেশীয়গণ আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন, এবারও করিবেন; যে একবার নহে, পুনঃ পুনঃ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে সে কোন বিশেষ দোষ না করিলে অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে কেন?

কলিকাতা
১লা চৈত্র ১২৯১ সাল। } শ্রীধীরেন্দ্র নাথ পাল।

সূচী পত্র।

উৎসর্গ।

—:o:—

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল বসু।

——:o:——
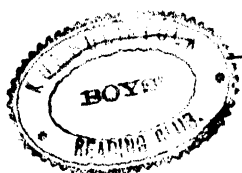
সুহৃদ বলিয়া ভালবাস, সে ভালবাসার
পরিবর্ত্তে ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ এই
হার গ্রহণ কর। তুমি এ হার
করিবে কি? আমার নামে
তোমার হৃদয়-সুশোভিনীর
গলে পরাইয়া দিও।
ঈশ্বরের
নিকট প্রার্থনা
করি, তিনি এই
ক্ষুদ্র "জননী" পাঠ
করিয়া সত্বর জননী হইয়া
জননী নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

জননী।

সূচনা।

সন্ধ্যাকালে যখন শাখায় শাখায় বিহঙ্গমগণ আনন্দে মাতিয়া কর্ণে গীতধ্বনি বর্ষিতে থাকে,—তখন সেই মধুর পক্ষী-কলরব মধুরতাময় বলিয়া বোধ হয়; নিশীথ রাত্রিকালে যামিনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দূরস্থ বংশী-ধ্বনি যখন কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতে থাকে, তখন হৃদয় সেই সুমিষ্ট স্বরে নাচিয়া উঠে; যখন বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে অপ্সরী-সৌন্দর্য্যময়ী রমণী পঞ্চমে উঠিয়া গীতধ্বনি করেন তখন তাঁহার সেই অমৃতময়ী গীতধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া মানবকে পৃথিবী ভুলাইয়া দেয়! এ সকলই অতি মধুর, সুমিষ্ট ও মনোমুগ্ধকারী, এ সকলই শুনিতে মানব প্রাণ সদাই ব্যাকুলিত হয়, কিন্তু ইহাপেক্ষাও শতসহস্রগুণে মধুরতর সেই অর্দ্ধস্ফুট স্বর, যে স্বরে হেলিতে দুলিতে পড়িতে পড়িতে হাস্যমুখ শিশু জননীর অঙ্কে ঝম্প দিয়া গলা জড়াইয়া 'মা মা' বলিয়া ডাকে! 'মা'ই জানেন সে স্বর কত মধুর, অন্যে তাহার বুঝিবে কি?

জগতে মানব কত কথা ব্যবহার করিতেছে,—কতজন কত জনকে আদর করিয়া হৃদয়ের ভিতর হইতে কথার সৃষ্টি করিয়া মন প্রাণ খুলিয়া প্রিয় বস্তুকে সম্ভাষণ করিতেছে,—কতজন স্নেহের পাত্র ও পাত্রীকে, কতজন জগতের আদিস্বরূপ করুণাময় বিধাতাকে, কতরূপ কথায় ডাকিতেছে, কিন্তু কিছুতেই হৃদয় তত নাচিয়া উঠে না, কিছুতেই হৃদয়ে তত বল আইসে না, কিছুতেই হৃদয়ে তত অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি হয় না, যত একবার মন প্রাণ খুলিয়া মা মা বলিয়া ডাকিলে হয়!

যাহা বলিতে ও শুনিতে এতই মধুর, তাহা হইতে পারিলে যে কত অনন্ত অভাবনীয় সুখ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মা হওয়া বড়ই সুখ,—কিন্তু যাহাতে এত সুখ তাহা এ জগতে সহজ সাধ্য নহে। তোমাকে ডাকিয়া অপরে যাহাতে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিবে, যে ডাক শুনিয়া তুমি আনন্দ সাগরে ভাসিয়া যাইবে সেই 'মা' হওয়া কখনই সহজ কার্য্য নহে। স্ত্রী জাতি হইতে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও স্থিতি;—স্ত্রীলোক মাত্রেরই 'মা' হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রকৃত মা কে, আর মা হইলে মায়ের কর্ত্তব্যই বা কি, ইহাই আমরা অদ্য সংক্ষেপে লিখিব। প্রথমে মা হইবার উপযুক্তা হও, * যদি তাহা হইতে পার,—যদি 'মা' হইবার জন্য তোমার শারীরিক ও মানসিক যাহা যাহা আবশ্যক তাহা

* আমার প্রণীত "নারী হৃদয় তত্ত্ব" ও "সঙ্গিনী" পাঠ কর।

লাভ করিতে পারিয়া থাক, তবেই হে নারী জাতি, মা হইবার ইচ্ছা করিও, নতুবা কখনই করিও না। বিষাক্ত বীজ জগতে বপন করিয়া সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীকে জ্বলন্ত অগ্নিময় নরক করিও না! স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে হইলে প্রথমে স্বর্গীয়তা লাভ আবশ্যক, জননী হইবার সুখ ভোগ ইচ্ছা করিলে প্রথমে জননী হইবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা লাভ প্রয়োজন,—নতুবা জগতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের উৎপত্তি হইবে। যদি পৃথিবীতে অমৃত বৃক্ষ রোপণের ক্ষমতা না রাখ তবে কোন বৃক্ষই রোপণ করিও না, বরং শূন্য উদ্যান রাখিয়া দিও কিন্তু কখনই কণ্টক বৃক্ষের বীজ ছড়াইও না! যদি সুসন্তান প্রসব করিয়া জগতের নাম গৌরবান্বিত করিতে না পার, বরং সন্তান ধারণ একেবারেই করিও না, কিন্তু কুসন্তান প্রসব করিয়া পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত দুঃখের অগ্নি জ্বালাইও না!

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত জননী।

প্রকৃত জননী কে? যে সন্তান গর্ভে ধারণ করে সেই কি জননী? যে জানিয়া শুনিয়া পীড়িত শরীরে, রুগ্ন ও ক্ষীণ শরীরে, সন্তান ধারণ করিয়া কুরূপ, কদাকার, স্বল্প বুদ্ধি, স্বল্পায়ু, শারীরিক ও মানসিক সকল বিষয়ে ক্ষীণ ও হীন সন্তান জগতে আনয়ন করিয়া তাহাকে ইহকালের জন্য দুঃখানলে নিক্ষেপ করে জননী কি সেই? যে কুশিক্ষা শিখাইয়া সন্তানকে মানবরূপী রাক্ষস করিয়া সংসার বাজারে ছাড়িয়া দিয়া সংসারের সর্ব্বনাশ করে জননী কি সেই? সে যদি জননী, যে শব্দের সহিত দয়া মায়া, স্নেহ মধুরতা জড়িত, সে যদি সেই স্বর্গীয় শব্দের উপযুক্তা তবে প্রকৃত কে ও জননী নামের অনুপযুক্তা পাত্রী কে? যাহার শরীর সর্ব্বতোভাবে সুস্থ, যাহার হৃদয়ে কোমলতা, স্নেহ মমতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, যে, সন্তানের উপযুক্ত লালন পালন জ্ঞাত আছে, যে সন্তানকে কিরূপে শিক্ষা দিতে হয় তাহা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছে, যে বুঝিয়াছে যে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সকল বিষয়ই তাহার উপর নির্ভর করে, যে বুঝিয়াছে যে সন্তানের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের

দায়ী সে, যে বুঝিয়াছে যে সে যেমন গড়িবে সন্তান তেমনি হইবে, যে হৃদয়ের হৃদয়ের সহিত এই সকল বুঝিতে পারিয়াছে প্রকৃত জননী সেই। এরূপ ব্যতীত অন্য যে কেহ সন্তান ধারণ করেন তিনি নিজ সন্তানের পরম শত্রু, মানব জাতির সর্ব্বনাশের মূল, ও জগতের দুঃখানলের জ্বলন্ত উৎস। এই জন্য বলি সন্তান ধারণের পূর্ব্বে জননী হইবার দায়ীত্ব বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিও; তৎপরে সন্তান ধারণোপযোগী যদি আপনাকে বিবেচনা কর তবে সন্তানের জননী হইও, নতুবা, অনুরোধ, কিছুতেই এ ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান দান করিও না, করিলে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের উৎপত্তি হইবে; নন্দন কাননের প্রত্যাশায় ধাবিতা হইয়া বালুকাময় মরুভূমির উষ্ণ বায়ু প্রবাহে দগ্ধ হইবে।

সন্তানের দেবতা যে, জগতে সন্তানের পথ প্রদর্শক উজ্জ্বল নক্ষত্র যে, যাহার অঙ্কে বসিয়া শিশু কেবলই হৃদয়ের স্বর্গীয়তা সকল শিক্ষা করে, যাহার জিহ্বা হইতে শিশু, হৃদয়ে পবিত্রতা অঙ্কিত করিতে থাকে প্রকৃত জননী সেই, কেবল মাত্র দশমাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিলেই জননী হওয়া যায় না। জননীর দায়ীত্বের ন্যায় দায়ীত্ব জগতে আর কাহার? দশমাস নানা ক[illegible] সহ্য করিয়া যে জীবন জগতে আনয়ন করিলে তাহা য[illegible] মনোমত না হয়, তাহা যদি সুখদায়ক ও সুখময় হইয়া দুঃখময় ও দুঃখদায়ক হয় তাহাপেক্ষা কষ্ট আর [illegible] আছে? এই বিস্তৃতা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অ[illegible]

প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ কর দেখি, দেখিবে কোটি কোটি স্ত্রীলোক, যাহারা এক দিবস সন্তান হইল না ভাবিয়া খেদ করিয়াছে, তাহারাই আজ সন্তানের চরিত্রে ও ব্যবহারে অস্থির হইয়া দিন রাত্রি 'এমন সন্তান কেন হইল' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে!

ঐযে শিশু জন্মিয়াছে উহার নিজের কিছুই নাই, যে শরীর ও যে মন, যাহা কিছু উহাতে আছে, তাহা সকলই তোমা ও তোমার স্বামী হইতে! যদি উহার রুগ্ন শরীর হয় তবে তুমি বা তোমার স্বামী রুগ্ন! যদি উহার ক্রোধ অধিক থাকে তবে তুমি বা তোমার স্বামী ক্রোধী তোমাদিগের সংমিলিত জীবন হইতে যাহা হইল তাহা তোমাদিগের প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা যে যে পদার্থে নির্ম্মিত, তোমাদিগের সন্তান ও ঠিক সেই সেই পদার্থে গঠিত। তোমাদিগের শারীরিক ও মানসিক দোষাগুণের উপর সন্তানের জীবনাঙ্কুর উৎপন্ন হইল। এক্ষণে তাহার চক্ষে তুমি যেরূপ দেখাইবে, এক্ষণে তুমি তাহাকে যেমন শিখাইবে, এক্ষণে তুমি তাহাকে যেমন দেখিতে দিবে সে ঠিক সেইরূপ শিখিবে;—তাহার ভাল মন্দ সম্পূর্ণই তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। একটা জীবনকে সুখী বা দুঃখী করা, ও ভাল বা মন্দ করা, সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে; কেবল একটী জীবন নহে; এ সংসারে একটী জীবনের সুখ দুঃখের সহিত অসংখ্য সমস্ত মানবের সুখ দুঃখ জড়িত; সুতরাং যে একটী সন্তানের জন্মদান করিবে, তাহার উপর কেবল

সেই একটী মানবের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে না, তাহার উপর সমগ্র মানব জাতির সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে! যে এই সকল গুরুতর দায়ীত্ব হৃদয়ে বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যে এই সকল উত্তম বুঝিয়া কার্য্য করিতে শিখিয়াছে ও কার্য্য করিতেছে, প্রকৃত জননী কেবলই সেই; আর সকলে নিজ নিজ সন্তানের দয়াময়ী ও স্নেহময়ী জননী নহে, নির্ম্মম হৃদয়া অবোধ শত্রু। প্রকৃত জননী এই সংসার কাননের এক একটী অমৃত বৃক্ষ, ইহাঁদের ফল অমৃতময় অমৃত,—সেই ফলের মধুর সৌরভে ও আস্বাদে সমস্ত মানবজাতি স্বর্গের সুখ উপলব্ধি করিতে থাকে। অপরে কেবল গর্ব্ভে গরল ধারণ করিয়া সেই ভীষণ হলাহল উদ্গীরণ করিয়া সংসার ছার খার করেন!

শরীর ও মন, দুইই সুস্থ ও পবিত্র না রাখিতে পারিলে জননী হইবার ইচ্ছা বিড়ম্বনা মাত্র। কিরূপে শরীর ও মন, জননী হইবার উপযুক্ত করিতে পারা যায় তাহা অন্যান্য পুস্তকে লিখিয়াছি। এক্ষণে এই জননী হইলে নারীজাতির কর্ত্তব্য কি তাহাই একে একে লিখিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জননীর কর্ত্তব্য।

এই পৃথিবী মধ্যে জননীর কর্ত্তব্য যত অধিক ও যত গুরুতর এত আর কাহারই নহে। স্ত্রী নিজ কর্ত্তব্যের অবহেলা করিলে কেবল স্বামী কষ্ট পাইয়া থাকেন, পুত্র নিজ কর্ত্তব্য পালনে তাচ্ছিল্য করিলে পিতা মাতার ক্লেশ, কিন্তু জননী যদি নিজ কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদা তৎপর না হয়েন, তাহা হইলে কেবল যে পুত্র কন্যার ক্ষতি এরূপ নহে, ক্ষতি সমস্ত মানব-জাতির! যাহাদের উপর জগতের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানব-জাতির সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে তাহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর তাহা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

স্বদেশীয়া রমণীগণের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখিব যে তাঁহারা জননী হওয়ার গুরুত্ব বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন না ;—সন্তান হইল,—যদি রুগ্ন ও কদাকার হইল, তবে মনের প্রবোধ 'বিধাতা'! অসচ্চরিত্র বা দুর্ব্বিনীত হইল, তো মনের প্রবোধ সেই 'বিধাতা'! তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন ও তাঁহাদের এই বিশ্বাস যে সন্তানের ভাল মন্দ

হওয়া সম্পূর্ণই বিধাতার হাত। বিধাতা যেখানে তাঁহার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন সেখানে সে নিয়মের ব্যতিক্রম কিছুতেই হয় না। আমরা যদি পশু পক্ষীর ন্যায় হইতাম, আমাদিগের যদি ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা না থাকিত, আমাদের যদি জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে তুমি বলিতে পারিতে যে আমাদের সন্তানাদির চরিত্র গঠনও বিধাতা করিতেছেন। একটু বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিলে, একটু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে মানব জীবন ও মানব-চরিত্র প্রায় সম্পূর্ণই জননীর জীবন, জননীর চরিত্র ও জননীর লালন পালনের উপর নির্ভর করে। মহাপরাক্রান্ত রাজা হইতে দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্ত, মহা পণ্ডিত হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানব আমাদেরই এক একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ, ইহা ভাবিলে কোন স্ত্রীলোকের না মনে আনন্দের উদয় হয়, আবার এই বিষয় একটু বিশেষ করিয়া ভাবিলে কোন স্ত্রীলোকের না ভয়ের সঞ্চার হয়। পুরুষ নানা দেশ বিদেশ জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়া কীর্ত্তিলাভ করিতে চাহে, পুরুষ রুধির-প্লাবিত সমর ক্ষেত্রে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বীর নাম ক্রয় করিতে ব্যাকুল হয়, পুরুষ গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইবার ইচ্ছা করে, ইহার সকল গুলির ভিতরই স্বার্থপরতা লুক্কাইত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি একটী মানব জীবনকে রক্ষা করিয়া, মানব নামের উপযুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইবার

ন্যায় যশঃ, ও গৌরবের কার্য্য আর কিছু কি জগতে আছে বলিয়া বোধ হয়? মায়ের কার্য্যের ন্যায় গৌরবের কার্য্য আর কিছুই নাই; এই জন্যই মা হইবার জন্য স্বতঃই প্রাণের ভিতর হইতে কি একরূপ ব্যাকুলতার উৎপত্তি হয়। এই জন্যই 'মা' ডাক শুনিতে ও বলিতে এতই মধুর।

মায়ের কর্ত্তব্য মা আপনি ইচ্ছা করিয়া না বুঝিলে মাকে কেহ শিখাইতে পারে না। তত্রাচ যখন দেশের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া, ও স্বদেশীয়া রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা সেই গৌরবময় জননী পদে আরূঢ়া হইয়াছেন তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্যে অবহেলা ও অজ্ঞতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছি, তখন যথাসাধ্য এই স্থানে জননীর গুরুতর কর্ত্তব্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে চেষ্টা করিব।

জননীর প্রথম কর্ত্তব্য সন্তান ধারণের পূর্ব্বে আপনার শরীর ও মনকে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ করা। যদি কোন রূপে শরীর অসুস্থ রহিয়াছে দেখ, তবে কখনই সন্তান ধারণের ইচ্ছা করিও না, যদি কোন রূপে মন পবিত্রতাময় নহে বুঝিতে সক্ষমা হও তবে কখনই মনের সে রূপ অবস্থায় সন্তান ধারণ করিও না। একথা বলা সহজ;—আমরা জানি যে ইহা করা তত সহজ নহে। কিন্তু তাহাই বলিয়া অসাধ্যও নহে: মন ও শরীর দুই সুস্থাবস্থায় রাখিতে পারা যায় আর যখন দেখিতেছি আমার মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা, অসুস্থতার উপর আমার সন্তান সন্ততির সুখ দুঃখ

নির্ভর করিতেছে তখন যেমন করিয়া হয় আমার শরীরকে ও মনকে সুস্থ রাখা আমার কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য পালনের জন্য যে প্রাণপণ না করে সে মানবী নামের যোগ্যা নহে; সে পবিত্রতাময় 'মায়ের' উচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা হইবার উপযুক্তা নহে। তাহাই বলি জগতের ও মানব জাতির সুখ প্রার্থী যদি হও নিজ সন্তান সন্ততিগণকে যদি সুখে রাখিতে চাহ, যদি "নারী" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাহ, তবে সর্ব্ব প্রথমে নিজ নিজ শরীর ও মনকে ভাল কর।

জননীর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য সন্তান-লালন-পালন। লালন পালন অর্থে একরূপ জীবন রক্ষা; ঈশ্বরের পবিত্র নিয়মে স্ত্রী পুরুষ-সংযোগে মানব জীবনের উৎপত্তি হয়—মানব সম্বন্ধে বিধাতার কার্য্যের শেষ সেই স্থানে; সেই জীবনকে পরিস্ফুট করিবার ভার মানবের নিজ হস্তে, সেই জীবনকে রক্ষা করিয়া তাহার শারীরিক ও মানসিক উভয় রূপ উন্নতি করা নারী জাতির কার্য্য। পরম পিতা পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া আমরা তাঁহার নামে মস্তক অবনত করিয়া ধন্য হই—একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব জাতির তিনি জীবন দেন মাত্র, সেই জীবনকে রক্ষা করিয়া তাহার উন্নতি ও বৃদ্ধি সাধন সমস্তই নারী জাতির দ্বারা হইয়া থাকে। এই জন্যই সভ্য সমাজে, এই জন্যই যে সমাজে জ্ঞানের যত উন্নতি হইয়াছে, সেই সমাজে, স্ত্রীজাতির মান্য তত অধিক। যখন মানব স্ত্রী জাতির গুরুতর কার্য্য ভার উপলব্ধি করিতে

পারিবে তখন জগতে তাহার অবস্থা আর এরূপ শোচনীয় রহিবে না। যাহা দ্বারা জীবন রক্ষা হইয়া বৃদ্ধি ও উন্নতি হয় তাহা কখনই সামান্য কার্য্য নহে। সন্তানের লালন পালনের ন্যায় কঠিন কার্য্য সংসারে আর কিছুই নাই. ইহাতে আত্ম-বিস্মৃতা হইতে হয়, ইহাতে স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, ইহাতে সন্তানময় হইয়া দিবারাতি সন্তানের মঙ্গল চিন্তা করিতে হয়। পরে এবিষয়ে লিখিত হইবে।

লালন পালন শরীরের; এই লালন পালনের অযত্ন হইলে শরীর ক্ষীণ হইয়া বা অন্য নানা প্রকারে মানব জীবন এক মুহূর্ত্তে শেষ হইতে পারে। কিন্তু মানব জাতি কেবল শরীর লইয়া নহে। শরীর হইতেও শতগুণ উচ্চ ও আবশ্যকীয় পদার্থ, মানব-মন; সুন্দর শরীর ভিতরে যদি কদাকার মন লুক্কায়িত থাকে তবে সে সৌন্দর্য্য 'মাকাল' ফলের সৌন্দর্য্যের ন্যায় বৃথা; এ সৌন্দর্য্যে লোকের মনে আনন্দের উৎপত্তি না হইয়া ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে।

যাহা যত সুন্দর, যাহা যত সুখদায়ক তাহা উপার্জ্জন করিতে তত কষ্ট ও তত কঠিন। সন্তানের উপযুক্ত লালন পালন করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলা যত কঠিন তাহাপেক্ষা সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহার মানসিক উন্নতি করা সহস্রগুণ কঠিন। শিশু, সঙ্গে অধিক কিছুই লইয়া আইসে না; সে তাহার ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল চক্ষুতে চারিদিকে যাহা দেখিতে থাকে, তাহাই শিখিতে

থাকে, সে তাহার কর্ণে যাহা শুনিতে পায় তাহাই শিখিতে থাকে; তাহাকে যেমন অভ্যাস করান যায় সে ঠিক সেই রূপ করিতে শিখে। সুতরাং কাহাকেও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে যে শিশুকে শিক্ষা দিবার প্রণালী অবগত থাকা স্ত্রী মাত্রেরই একটী গুরুতর কঠিন কার্য্য ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের স্বদেশীয়া রমণীগণের মধ্যে কেহই অবগত নহেন যে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া একটা তাঁহাদের কার্য্য। লালন পালন করিবার প্রথা তাঁহারা কতকগুলি পুরুষানুক্রমে জানিয়া আসিতেছেন ও তাহা যথা সাধ্য করিবার জন্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন; মায়া তাঁহাদিগকে ইহা করাইতে বাধ্য করে কিন্তু শিশুকে শিক্ষা দিয়া তাহার মানসিক উন্নতি করাও যে তাঁহাদেরই কার্য্য ইহা তাঁহারা একেবারে বুঝেন না, তাঁহারা ইহা বুঝেন না বলিয়াই শিশুর সম্মুখে যাহা ইচ্ছা করেন বলেন শিশুর সুঅভ্যাস বা কুঅভ্যাস হইতেছে তাহা দেখেন না, সুতরাং শিশু যেমন দেখিতে ও শুনিতে পায় তেমনি শিখিতে থাকে; এইরূপে তাহারা ঘোর পাপাচারী হইবার উপযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। হায়, তখন মাতা সন্তানের চরিত্রে অস্থির হইয়া বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতে থাকেন! কিন্তু আমরা যাহা বলিলাম তাহা শুনিয়া এখন কেহ কি আর বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতে সাহস করেন? জিজ্ঞাসা করি, অভিসম্পাতের পাত্রী কে, তোমরা না বিধাতা?

জননীর কর্ত্তব্য এই সকল; ইহাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য

জগতে আর কিছুই নাই ; ইহাপেক্ষা গৌরবের কার্য্য ও জগতে আর কিছুই নাই। সন্তান ধারণের উপযুক্ত হওয়া, সন্তানকে লালন পালন করা ও সন্তানকে সুশিক্ষা দান করা স্ত্রীলোকদিগের এই তিন কার্য্যের ন্যায় কঠিন, গৌরবের ও সুখের কার্য্য জগতে আর কিছুই নাই। তোমরা এই কার্য্যের জন্যই জন্মিয়াছ, তোমাদের কার্য্যই এই ;—যে পুরুষ যুদ্ধ করিয়া বীর নামে জগতে ধন্য হয়, যে পুরুষ কবি হইয়া অমরতা লাভ করে তাহারাও তোমাদের চরণতলে থাকিয়া প্রথম কথা কহিতে শিক্ষা করে। এই সকল উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া জননীর কর্ত্তব্য সকল শিক্ষা কর, তৎপরে জননী হইয়া ধন্যা হও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিশুপালন ও শিশু শিক্ষা।

আমরা এত গুলি কথা যে কেন বলিলাম, আমরা যে জননীর কর্ত্তব্য কেন এত গুরুতর বলিলাম তাহাই এক্ষণে দেখাইব। শিশু পালন করিতে হইলে প্রথমে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, সাহস ও সতর্কতা আবশ্যক। শিশু প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাকে বিরক্ত করিবে, তোমার সুখের পথে দিন রাতি প্রতিবন্ধক হইবে, হয়তো তুমি যখন অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার করিতে বসিয়াছ, গ্রাস কেবল মাত্র তুলিতেছ, এমন সময় সে কাঁদিয়া উঠিবে;— যথাকার অন্ন তথায় পড়িয়া থাকিবে তোমাকে শিশুর নিকট ধাবিতা হইতে হইবে। হয়তো শিশুর জন্য তোমার কয়েক রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, নিদ্রায় তোমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, এমন অবস্থায়ও তোমাকে সেই নিদ্রাকে দূরীভূত করিয়া দিয়া শিশুর পরিচর্য্যা করিতে হইবে। ইহা করিতে তোমার হৃদয় হইতে বিরক্তি ও রাগকে একেবারেই দূর করিতে হইবে। শিশুর অব্যক্ত মনের ভাব বুঝিতে তোমার যত সহিষ্ণুতা আবশ্যক করিবে জগতে কোন কার্য্যে কাহারও আর তত করিবে

না। যাহাতে জিতেন্দ্রিয় ঋষিরও ক্রোধ হয় প্রতি মুহূর্ত্তে শিশু তাহাই করিবে তোমার তাহাতে বিরক্ত হইবার যো নাই। যদি ইহা না কর, যদি সহিষ্ণুতাকে হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ করিতে না পার তবে দিন দিন তোমার সন্তান তোমার ক্রোধ, তোমার বিরক্তি দেখিয়া দেখিয়া নিজেও ঐ সকল শিখিয়া ফেলিবে। তাহাই বলি যদি জননী হইতে চাহ তবে হৃদয়ে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা আনয়ন কর। তবে কষ্টকে কষ্ট বলিয়া যে বোধ তাহা একেবারে ভুলিয়া যাও।

কেবল শিশু তোমাকে যন্ত্রণা দিবে এরূপ নহে। প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার যে রূপ ধৈর্য্যের আবশ্যক হইবে জগতে আর কাহারও তত হইবে না। শিশুর পালনের জন্য ধৈর্য্যই প্রধান উপকরণ; কি স্তন পান করাইতে, কি নিদ্রিত করাইতে সকল সময়ে সকল বিষয়ে ধৈর্য্যের চরম আবশ্যক। শিশুর পীড়া সকল সময়েই হইতে পারে, কত সময় শিশু কত রূপ দেখাইয়া মায়ের প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিবে, সেই সময়ে মায়ের যদি ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, সেই সময় মা যদি অধৈর্য্য হইয়া পড়েন তাহা হইলে সন্তানের জীবন রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। জননীর সন্তানের সম্মুখে ও সন্তান লালন পালন করিতে হিমালয়ের ন্যায় অচল অটল হওয়া কর্ত্তব্য; হৃদয়ে ধৈর্য্যের চরমোন্নতি করা একান্ত উচিত।

শিশুর জীবন সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতে থাকে; একটু অসাবধান হইলে সেই জীবন ছিন্ন হইয়া অতল কাল-

সাগরে মগ্ন হয়। পূর্ব্বে যে ধৈর্য্যের কথা বলিলাম সাহস না থাকিলে সেই ধৈর্য্য কাহারই থাকিতে পারে না। হৃদয়ে সাহস না থাকিলে সন্তান পালন একরূপ অসম্ভব। দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা প্রথম জননী হয়েন তাঁহারা বড়ই ভীতা, কিন্তু যাঁহারা ক্রমে দুই চারিটী সন্তানের জননী হয়েন তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া অনেক সাহসী হয়েন ও সন্তান পালন সম্বন্ধেও পারদর্শিনী হয়েন। যদি সন্তান একটু কাঁদিয়া উঠিলেই ভীতা হও, যদি সন্তানের "বেদন" লাগিলে অধীরা হও, যদি সন্তান হেঁচ্‌কি তুলিলে "কি হইল" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠ, যদি তুমি সর্ব্ব বিষয়ে এত ভীতা হও, যদি তোমার হৃদয়ে সাহস একেবারে না থাকে তবে তোমার পক্ষে সন্তান পালন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সন্তান হইলে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে সাহস আপনি হইবে; সাহস থাকিলে ধৈর্য্য থাকিবে সাহস ও ধৈর্য্য থাকিলে সন্তান পালন আর কঠিন হইবে না।

সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও সাহস অপেক্ষাও সতর্কতা সন্তান পালনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। শিশুর প্রতি যদি জননীর অহরহঃ সতর্কতা না থাকে তবে সে শিশুর জীবনের আশা অতি অল্প। মায়ের চক্ষু যদি সন্তানের উপর দিন রাতি সমভাবে বিরাজ করিতে না থাকে, যদি সন্তানের উপর মায়ের অযত্ন ও অসাবধানতা হয় তবে সন্তানের যে বাঁচিয়া থাকা বড়ই কঠিন তাহা

বলা বাহুল্য মাত্র। এই জন্য প্রথমে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, সাহস ও সতর্কতা শিক্ষা কর।

যদি সন্তান পালনে ইচ্ছা থাকে তবে আত্মসংযম শিক্ষা কর। আহার নিদ্রা ইত্যাদি শারীরিক আবশ্যকীয় কার্য্য সকল ইচ্ছাধীন কর, মনের বৃত্তি সকলকে নিজ আয়ত্বাধীন কর। সন্তান পালন করিতে হইলে আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিতে হইবে অথচ তাহা ত্যাগ করিয়া বা অনিয়মিত রূপ করিয়া যদি তোমার অসুখ হয় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ, অমনি তৎক্ষণাৎ শিশুর অসুখ হইল। যদি তুমি লোভ বশতঃ কোন দ্রব্য আহার করিয়া ফেল তাহা হইলে তোমার শিশুর পীড়া অমনি হইবে, যদি তুমি কোন কারণে অতিশয় রাগান্বিতা, বা দুঃখিতা বা অন্য কোন মানসিক ভাবে বিচলিতা হও তাহা হইলে অমনি তোমার স্তন দুগ্ধ দূষিত হইবে, অমনি তোমার শিশুর পীড়া হইল। দেখ সন্তানের মা হওয়া কত কঠিন, দেখ সন্তান পালন কত দুরূহ কার্য্য। যোগী দশ বৎসর যোগ সাধনা করিয়া যে আত্মসংযম শিক্ষা করেন তোমার সেই আত্মসংযম বা তাহাপেক্ষাও কঠিনতর আত্মসংযম আবশ্যক হইতেছে। সন্তান পালনের জন্য যে যে মানসিক বলের আবশ্যক তাহা এক দিবসে শিক্ষা করা যায় না, তাহা ক্রমে চেষ্টা করিয়া অনেক পরিশ্রমের পর তবে লাভ করিতে পারা যায়।

যদি শিশুকে পালন করিতে হইলে শারীরিক

ক্লেশ ইত্যাদির কথা দূরে থাক, মানসিক বৃত্তি সকলেরই উপর স্ত্রীজাতির এতদূর আধিপত্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয় তাহা হইলে না জানি শিশুকে উপযুক্তরূপ সুশিক্ষিত করিতে মাতার আরও কত মনের উপর আধিপত্য প্রয়োজন। আপনি সুশিক্ষিতা না হইলে অপরকে সুশিক্ষিত করা যায় না; বিশেষতঃ শিশু, শিক্ষা দেখিয়া অধিক পায়; সে তাহার চারিদিকে যেরূপ দেখিতে থাকে ঠিক সেইরূপ শিখিতে থাকে। সুতরাং সন্তান হইলে মায়ের নিজের প্রতি কার্য্যের উপর, প্রতি কথার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক; যদি ভুলক্রমে একটী ভয়ের চিত্র শিশুর চক্ষের উপর দেখাই শিশু আজন্মকাল কাপুরুষ থাকিয়া যাইবে, যদি ঘটনা ক্রমে কোন না কোন প্রকারে শিশুকে হিংসার পথ দেখাই তাহা হইলে শিশু তৎক্ষণাৎ হিংসা শিক্ষা করিবে, আর ইহ জন্মে তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না। শত সহস্র উপদেশ লইলেও শিশু এক বার যাহা শিখিবে তাহা আর ভুলিতে পারিবে না ইহা যে কত কঠিন তাহা ভাবিলে হৃৎ-কম্প হয়, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কথায় ও প্রতিকার্য্যে সাবধান হইয়া চলা যে কত কঠিন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। জানি ইহা অতিশয় কঠিন, কিন্তু কঠিন বলিয়াই সন্তানের মা হওয়ার এত আনন্দ। যাহাতে যত কষ্ট তাহাতে তত আনন্দ! যদি শিশুকে এরূপে শিক্ষা দান করিতে না পার যদি শিশুকে প্রকৃত মানব নামের উপযুক্ত করিতে

না পার তবে আর সন্তানের জন্য এত ব্যাকুলতা কেন? নররূপী রাক্ষস সন্তান ইচ্ছা কর কি? যে সন্তানের চরিত্রে দিবারাতি চক্ষুর জল নিক্ষেপ করিতে হইবে সেরূপ সন্তান ইচ্ছা কর কি?

সন্তান পালন কঠিন কার্য্য, সন্তান পালন অপেক্ষাও সন্তানের শিক্ষা আরও কঠিন কার্য্য। কিন্তু কিরূপে এই সকল কার্য্য সাধন করিতে হয় তাহা না জানিলে ইহা আরও কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যখন কোন কার্য্য করিবার প্রথা ও নিয়ম আমি অবগত হই তখন আর আমার সে কার্য্য করিতে তত কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের আশা আছে যে আমাদের এই পুস্তক পাঠান্তে অনেকেই আর শিশু পালন ও শিশু শিক্ষা তত কঠিন কার্য্য বিবেচনা করিবেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিজ স্বাস্থ্যরক্ষা।

আমরা নারী দেহ তত্ত্বে সূতিকা গৃহ পর্য্যন্ত স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি তাহাই লিখিয়াছি। সন্তানের জন্মের এক মাস পর্য্যন্ত মাতা স্বয়ং অধিক কিছুই করিতে পারেন না। সূতিকা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জননীর সন্তান পালনের জন্য কি কি করা আবশ্যক তাহাই লিখিতেছি। শিশুর স্বাস্থ্য-রক্ষার নামই শিশু পালন—শিশুকে সুস্থ শরীরে রাখিতে পারিলেই তাহাকে পালন করা হইল, তাহা হইলে ক্রমে তাঁহার দেহের পুষ্টি সাধন হইয়া দিন দিন কান্তি বৃদ্ধি হইবে!

শিশুকে সুস্থ রাখিবার ইচ্ছা করিলে প্রথমে আপনার শরীর সুস্থ রাখিতে হইবে। আপনার স্বাস্থ্যরক্ষা না হইলে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্য শিশুর বয়স যতদিন এক বৎসর পূর্ণ না হয় ততদিন জননীর কিরূপ থাকা কর্ত্তব্য তাহাই আমরা লিখিতেছি।

সন্তানের বয়স এক বৎসর না হইলে মাতা যদি পুনরায় অন্তঃস্বত্ত্বা হয়েন তাহা হইলে সন্তান যে কেবল দিন দিন দুর্ব্বল হইবে এরূপ নহে, তাহার শারীরিক ও

মানসিক সমস্ত বৃত্তিই ক্রমে দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইয়া যাইতে পারে। সর্ব্ব প্রথমে যাহাতে ইহা না ঘটে সন্তানের মঙ্গলের জন্য জননীর তাহাই করা কর্ত্তব্য। তৎপরে এক বৎসর পর্য্যন্ত নিজ আহার, নিদ্রা, পান, স্নান, পরিশ্রম ইত্যাদির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা যেন কেহ বিস্মরণ না হয়েন যে নিজ স্বাস্থ্যের উপরই সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমরা অনেককে দেখিয়াছি তাঁহারা সন্তানের সেবাতে এত ব্যগ্র ও ব্যস্ত যে রাত্রি জাগরণ, অনাহার বা অনিয়মিত আহার ইত্যাদি বশতঃ শীঘ্রই নিজ স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলেন, তখন শিশুর স্বাস্থ্যও নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ব্যাকুলা হইয়া উঠেন, কেন শিশুর অসুখ হইতেছে, এত করিতেছি তবুও শিশুর অসুখ কেন হয় ইহা তাঁহরা ভাবিয়া পান না। যদি শিশুর মঙ্গল প্রার্থনা কর তবে নিজ স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত কর, যাহাতে কোন ক্রমে তোমার অসুখ না হয় প্রথম তাহাই কর।

প্রত্যহ যাহাতে নিয়মিত নিদ্রা হইয়া শরীর সুস্থ থাকে তাহা প্রথম করিতে হইবে। কখনই অনর্থক রাত্রি জাগরণ করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিও না। যদি বল "ছেলে কাঁদিলে কি করিব?" আমরা বলি ছেলের যদি অভ্যাস ভাল করিতে পার তবে ছেলে আর একেবারেই কাঁদিবে না। এ সকল সন্তানের শিক্ষার উপর নির্ভর করে, পরে এ বিষয়ে লিখিত হইবে।

কখনই গুরুপাক দ্রব্য আহার করিও না, যাহাতে

পেটের পীড়া হইতে পারে, যাহা তুমি জীর্ণ করিতে পারিবে না বোধ হইবে, তাহা কখনও আহার করিও না। তুমি যদি গুরুপাক দ্রব্য আহার কর তবে তোমার অসুখ না হইলেও তোমার স্তনদুগ্ধ ভার হইবে, সে দুগ্ধ শিশুর পক্ষে জীর্ণ করা কঠিন হইবে। সন্তান হইলে রাত্রিকালে অম্লাহার যুক্তিসঙ্গত নহে ; যে আহারে তোমার সর্দ্দি হইবার সম্ভব বিবেচনা কর তাহা কখনই আহার করিও না ; সেসকল দ্রব্য আহারে তোমার অসুখ না হইলেও শিশুর অসুখ ও সর্দ্দি হইতে পারে। শিশুদিগের সর্দ্দির ন্যায় আর ভয়ানক পীড়া নাই। তুমি আহার করিতেছ তোমার জন্য নহে, তুমি যে তোমার প্রাণসম প্রিয় সন্তানের জন্যই আহার করিতেছ ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যাইও না। যাহাই হউক কোন প্রকারেই নিজ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সন্তানের জন্য ব্যগ্র হইয়া যে জননী অনিয়ম আহার, নিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা নিজ শরীর নষ্ট করেন, তিনি নিজ হস্তে নিজ পদে কুঠারাঘাত করেন। সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য নিজ স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া তিনি সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করেন। এই জন্য সর্ব্ব প্রথমে নিজ আহার, নিদ্রা, স্নান, পরিশ্রম বেশ ও বাসের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে কোন প্রকারে হউক প্রথমে আপনার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে। আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেই যে সন্তানের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে নতুবা যে কিছুতেই থাকিবে না তাহা জননী মাত্রেরই বিশেষ উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি

অধিকাংশ জননীকে দেখিতে পাই সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়া আহার নিদ্রার অনিয়ম করিয়া পীড়িতা হয়েন। ইহাকে সন্তান পালন বলে না, ইহার নাম সন্তান হত্যা। আমরা আবার বলিতেছি যতদিন শিশু না অন্ততঃ একবৎসরের হয় তত দিন মাতা সর্ব্ব কর্ম্মাপেক্ষা নিজ স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিজ শরীর ও মনের পরিচর্য্যা করিবেন।

আহার নিদ্রার অনিয়ম হইলে যেরূপ শরীর অসুস্থ হয়, মনে ক্রোধ, হিংসা, দুঃখ ইত্যাদি হইলেও শরীর অসুস্থ হয়, শরীর অসুস্থ হইলেই স্তন দুগ্ধ দূষিত হয়, আর সেই দূষিত স্তনদুগ্ধ পান করিয়া যে শিশুর পীড়া হয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই জন্য সন্তানের মঙ্গল কামনা যদি কর তবে কোন ক্রমেই মনের কোন বৃত্তির অত্যধিক উত্তেজনা জন্মিতে দিও না। সর্ব্বদা শরীরকে যেরূপ সাবধানে রাখিতে হইবে, মনকেও ঠিক সেই রূপ রাখিতে হইবে; একটু সাবধান হইয়া চলিলে একটু আত্মসংযম শিখিলে ইহা করা বড় কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। সন্তানের জন্য মাতা কত সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন, কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ আবার সময় সময় সন্তানের পরম শত্রুর কার্য্য করেন। হয় তো ভয়ানক কলহ হইল হয়তো হৃদয়ে যতদূর ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে তাহা হইল, আর মাতা সেই অবস্থায় সন্তানের মুখে স্তনদান করিলেন। তিনি যদি অবগত থাকিতেন যে ঐ স্তনদুগ্ধ সেই সময়ে বিষ হইতেও বিষ তাহা হইলে কখন কি শিশুকে স্তনপান করিতে দিতেন? মাতা

জানেন না বলিয়াই এরূপ করেন; জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গদেশের অর্দ্ধেকেরও অধিক জননী কি ইহা প্রতিদিন করিতেছেন না? যেরূপ আহার না করিলে অসুখ হয়, রাগিলেও ঠিক সেইরূপ অসুখ হয়; যেরূপ শরীরের প্রতি অযত্ন হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, মনের প্রতি অযত্ন হইলেও সেইরূপ স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। অন্য সময়ে শরীর বা মনের প্রতি তাচ্ছিল্য করিলে তত ক্ষতি নাই কিন্তু শিশুর জননী হইয়া ইহা করার ন্যায় রাক্ষসের কার্য্য আর কিছুই নহে। এই জন্য বলি যদি শিশুকে পালন করিয়া সুস্থ রাখিতে চাহ তবে প্রথমে নিজ স্বাস্থ্য রক্ষা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা।

আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা হইলে শিশুর স্বাস্থ্য একটু যত্ন করিলেই থাকিবে। সর্ব্বদা সতর্কতা ও সর্ব্বদা শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিলে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা আর কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। আমরা নিম্নে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রধানতঃ যাহা যাহা করিতে হইবে তাহাই লিখিতেছি। তৎপরে অবস্থাভেদে নিজ বিবেচনা শক্তির ব্যবহার করিয়া কার্য্য করিলে শিশুর কোনই পীড়া হইবার আর সম্ভাবনা থাকিবে না।

আহার;—যতদিন না সন্তান আপনার শরীর, কোনটী আহার করিলে ভাল থাকিবে ও কোনটী আহার করিলে মন্দ হইবে জানিতে না পারিবে তত দিন তাহার আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা মাতার কর্ত্তব্য। যত দিন স্তনে দুগ্ধ থাকিবে তত দিন স্তনদুগ্ধ ভিন্ন সন্তানকে আর কোনই আহার দিতে নাই; তৎপরে গর্দ্দভ বা গো দুগ্ধ, তৎপরে অন্ন। যাহা জীর্ণ করিতে শিশুর সময় লাগিবে তাহা কখনই আহার করিতে

দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এক সময়ে শিশুকে অধিক আহার করিতে দেওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে জরায়ু অত্যধিক পূর্ণ হইয়া পরিপাক কার্য্যে প্রতিবন্ধক প্রদান করিয়া থাকে। শিশুকে বহুবার আহার করিতে দেও কিন্তু সেই আহারের কখনই অনিয়ম হইতে দিও না। আজ যে যে সময়ে শিশু আহার করিল, কালও যেন ঠিক সেই সেই সময়ে আহার করে। এইরূপ নিয়ম পালন ১বৎসর বয়স পর্য্যন্ত করিতে হইবে এরূপ নহে, যতদিন না সন্তান আপনার ভাল মন্দ বুঝিবে মাতার ততদিন এইরূপ করিতে হইবে। যিনি ইহা করিবেন না, অথচ সন্তানের পীড়া হইলে ব্যাকুলা হইয়া কাঁদিয়া বেড়াইবেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি হইবে না।

স্নান ;—বালকেরা স্বভাবতঃই জল লইয়া খেলা করিতে বড় ভাল বাসে ;—অনেক মা শিশু নিরস্ত থাকিবে বলিয়া নির্ব্বিবাদে শিশুকে ইহা করিতে দেন। ইহাতে যে শিশুর কত পীড়ার উৎপত্তি হয় তাহা বলা বাহুল্য। শিশুকে প্রত্যহ উত্তম রূপ তৈল মাখাইয়া স্নান করাইতে হইবে, ইহা কখনই অবহেলা করিতে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া শিশুকে অত্যধিক জল ঘাঁটিতে দিতেও নাই। যেমন করিয়া হয় শিশুকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। যত দিন না সন্তান বড় হইবে ততদিন মাতার, সন্তানের স্নানের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অধিকক্ষণ জলে মাতামাতিও যেরূপ দোষ জলে নামি.ত

একেবারে ভীত হওয়াও তেমনি দোষ। যদি সন্তানের স্বাস্থ্য প্রার্থনা কর তবে সর্ব্বদাই এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে; বালকেরা জল যত ভাল বাসে ইহা কখনও ভুলিয়া যাইও না।

নিদ্রা;—শিশুকে জোর করিয়া কখন ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিও না;—এই কুঅভ্যাস বাঙ্গালা দেশের রমণী গণের অধিকাংশেরই আছে। অনর্থক সন্তানকে তাহার অনিচ্ছা সত্বে ঘুম পাড়াইলে অতিরিক্ত নিদ্রা-জনিত পীড়া কিম্বা স্বাস্থ্য-হানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

শয়ন;—আহার ও স্নানের পর শিশুর শয়নের উপর মাতার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যেরূপে হয় সন্তানকে কখন অপরিষ্কৃত শয্যায় দুর্গন্ধময় গৃহে শয়ন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; শিশুর যাহাতে নিদ্রা গাঢ় রূপে ও সুস্থ চিত্তে হয় তাহাই করিতে হইবে; ইচ্ছা করিয়া যে মাতা সন্তানের নিদ্রাভঙ্গ করেন, অসাবধানতা বা অযত্ন বশতঃ যে মাতা সন্তানের নিদ্রা পূর্ণ হইতে না হইতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করান তাঁহার ন্যায় সন্তানের শত্রু আর কেহ নাই। আবার যে মাতা সন্তানের ক্রন্দনে ভীতা হইয়া, সন্তানের অত্যাচারে উৎপীড়িতা হইয়া তাহাকে বল প্রয়োগে নিদ্রিত করেন, আপনার সুখের জন্য অসময়ে সন্তানকে নিদ্রাভিভূত করেন, তাঁহার ন্যায় শত্রুও সন্তানের আর কেহ নাই। কখন সন্তানকে অসময়ে নিদ্রিত হইতে দিও না, কখনও সন্তানের অনিচ্ছা সত্বে তাহাকে নিদ্রিত করিও না, কখনও সন্তানকে নিদ্রা

হইতে ভুলিও না, তাহা হইলে সন্তানের অর্দ্ধেক ক্লেশ ও অর্দ্ধেক ব্যাধি আর হইবে না।

সন্তানের বেশের উপরও মাতার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিসে মানবের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কি কি প্রণালী অবলম্বন করিলে তবে মানব শরীরে ব্যাধি প্রবিষ্ট হইতে পারে না, এই সকল কথা এই পুস্তকে লিখিবার স্থান নাই; এ সকল বিষয় লেখা এ পুস্তকের উদ্দেশ্যও নহে। যাহা যাহা করা মাতার কর্ত্তব্য তাহারই উল্লেখ ও সেই সকল করিবার আবশ্যকতা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করাইবার জন্যই এই পুস্তক।

সন্তানকে পালন করিতে হইলে আত্মবিস্মৃতা হইতে হয়, অথচ অন্যান্য সময়াপেক্ষা আপনার উপর অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। সন্তানের জন্য আহার নিদ্রা ভুলিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু সেই সন্তানের জন্যই তাহা করিবার যো নাই। ইহাপেক্ষা ক্লেশকর ব্যাপার জগতে আর কি আছে? কিরূপ প্রণালীতে শিশুকে আহার করাইলে, কিরূপ প্রণালীতে স্নান করাইলে সন্তান সুস্থ থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়া বড় ক্লেশকর কার্য্য নহে, কিন্তু সেইরূপ কার্য্য করাই কষ্ট।

সন্তানের বয়স যত দিন না পাঁচ বৎসর হইবে তত দিন মাতার মন প্রাণ সেই সন্তানে লিপ্ত হইয়া থাকিবে মাতার হস্ত বিপদ আপদে সন্তানকে অচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। একটী জীবনকে তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলা যদি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর ও গৌরবের

কার্য্য না হয়, তবে আর যে কি তাহা জানি না।

যদি. সন্তানের মা হইবার বাসনা থাকে, যদি সন্তানকে লালন পালন করিয়া তাহার সেই অর্দ্ধস্ফুট মধুর "মা মা" ধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা থাকে তবে এই সকল ক্লেশকর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হও। প্রথম হইতেই এই সকল শিক্ষা কর। সন্তান হইলে আহারে অনিয়ম হইবার সম্ভাবনা. অদ্য হইতেই আহার অনিয়ম ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কর, অভ্যাসে জগতে সকল সিদ্ধ হয়; অভ্যাসের নামই যোগ। যদি অনিয়ম আহার তোমার অভ্যাস থাকে তাহা হইলে অনিয়ম আহারে কখনই তোমার অসুখ হইবে না। সন্তান হইলে রাত্রিকালে অল্পই নিদ্রা যাইতে পারিবে; অথচ রাত্রি জাগরণ করিয়া তোমার পীড়া হইবার যো নাই, তাহা হইলে অমনি সন্তান পীড়িত হইবে। তাহাই বলি, এখন হইতে রাত্রি জাগরণ অভ্যাস কর, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলে রাত্রি জাগরণে কখন ক্লেশ হইবে না, তাহা হইলে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনাও অল্প। সন্তান হইলে দিবারাত্তি ভিজা কাপড়ে থাকিতে হইবে, প্রতিমুহূর্ত্তে সন্তান মল মূত্র ত্যাগ করিবে। যদি এখন হইতে অভ্যাস না করিয়া ইহার জন্য প্রস্তুত না থাক তবে কখনই দিন রাত্তি ভিজা কাপড়ে থাকিয়া তোমার শরীর সুস্থ রাখিতে পারিবে না, এই জন্য আবার বলি, প্রথম হইতেই অভ্যাস কর। সন্তান হইলে ঘৃণা, ইচ্ছা, স্বার্থ, ত্যাগ করিতে হইবে, এক দিনে কোন

মানুষ এই সকল ত্যাগ করিতে পারে না তাহাই বলি এখন হইতেই এই সকল অভ্যাস করিতে থাক। কে বলে জগতে নারীজাতির কার্য্য নাই, এইযে সম্মুখে মহা যোগ, এ যোগের ন্যায় মহৎ কার্য্য জগতে আর কিছু আছে বলিয়া কি বোধ হয়? এই যোগের উদ্দেশ্যের ন্যায় উদ্দেশ্য আর কোন যোগের আছে কি? যোগী দ্বাদশ বৎসর নানা কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া আত্মসংযম করেন,—উদ্দেশ্য মুক্তি, স্বার্থ-সিদ্ধি—কিন্তু জননী সেই যোগী হইতেও কঠোর ব্রত পালন করেন, উদ্দেশ্য,—সন্তানের লালন পালন, স্বার্থ বলিদান। জননীর ন্যায় কার্য্য জগতে আর কাহার?

সন্তানের মা হইতে হইলে এত করিতে হয়, ইহা না করিতে পারিলে সন্তান পীড়িত হয়, সন্তানের জন্য দিবা রাত্তি চক্ষের জল নিক্ষেপ করিতে হয়। আপনার শরীর পাত করিয়া সন্তানের শরীরের প্রতি অহরহঃ যত্ন করিতে পারিলেই তবে সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, তবে সন্তানের লালন পালন হয়। একটী সন্তান হইলে পাঁচ বৎসর জননীর সেই সন্তানময় হইয়া যাইতে হয়, পাঁচ বৎসর ধরিয়া মহা যোগ সাধনা করিতে হয় তবে সেই সন্তান জীবিত রহিয়া মানুষ হইয়া উঠে।

এক মাস হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানকে কিরূপে রাখিলে তবে সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় উপরে তাহাই আমরা সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। যাহা যাহা লিখিত হইল যদি তাহা হৃদয়ের সহিত বুঝিতে পার তবে সন্তানের লালন পালন তত কঠিন বলিয়া আর বোধ হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিজ স্বাস্থ্যরক্ষা।

শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সেই বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া এক্ষণে আমরা যাহাতে শিশু হাঁটিতে শিখিলে তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি সর্ব্বদেশীয় লোকেরাই যেমন বালকের মানসিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখেন তেমনি শারীরিক শিক্ষার দিকেও দৃষ্টি রাখেন। ক্ষীণ শরীরে একটা প্রকাণ্ড মস্তক থাকিলে যেমন হাস্যজনক দৃশ্য হয় দুর্ব্বল শরীরে, শত সহস্র জ্ঞান থাকিলেও ঠিক তেমনি কি হয় না। এই জন্য প্রথমেই আমরা এই বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতে চাহি, মানসিক শিক্ষার পূর্ব্বেই শরীর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করি। যে দিন হইতে শিশু পদচারণ করিতে শিখিল, সেইদিন হইতেই জননীর সন্তানের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপযুক্ত পরিচালনা হইতেছে কি না দেখা আবশ্যক, নতুবা হাজার সাবধানে থাকিলেও সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে না, সন্তান দিন দিন তেজস্বী না হইয়া দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতে থাকিবে।

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনা স্বাস্থ্যরক্ষার একটী প্রধান উপকরণ। যে যে অঙ্গের উপযুক্ত পরিচালনা হইবে সেই সেই অঙ্গ পরিচালনা বশতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং চারিদিকের রক্ত সেই দিকে আকৃষ্ট হইবে। এইরূপে যদি সমস্ত অঙ্গের পরিচালনা হয় সমস্ত শরীরেই রক্ত প্রবল বেগে বহিতে থাকিবে, সেই সেই স্থানের তেজ ও বল বৃদ্ধি হইবে; সমস্ত শরীরের পুষ্টি সাধন হইবে।

প্রথম দেখা যাউক পদ; সন্তানকে সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতে দিও না, পড়িয়া যাইবে ভয়ে তাহাকে দৌড়াদৌড়ি করিতে বারণ করিও না। একবার পড়িয়া গিয়া একটু লাগিলে বা সেই জন্য সন্তান ক্রন্দন করিলে সন্তানের বড় ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু তাহাকে যদি চলিতে ফিরিতে দৌড়া দৌড়ি করিতে না দেও তবে তাহার যে ক্ষতি হইবে সে ক্ষতি কিছুতেই পূর্ণ হইবে না। এই জন্য কি বালক কি বালিকা সকলকেই দৌড়া দৌড়ি করিতে, চলিতে ফিরিতে লাফাইতে দেওয়া জননী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে সন্তান যাহাতে বাটীর বহির্ভাগে বায়ু সঞ্চালিত স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতে পারে তুমি যেমন করিয়া হয় তাহাই করিও একটু পড়িয়া গেলে, একটু শরীরে কাদা লাগিলে তাহার উপকার ভিন্ন অপকার হইবেনা।

যে ক্রীড়ায় দৌড়া দৌড়ি আছে, যাহাতে শরীরের সমস্ত অঙ্গের পরিচালনা হইবার সম্ভাবনা আছে সন্তা-

নকে এইরূপ ক্রীড়া করিতে উৎসাহিত করিও। এরূপ ক্রীড়ার অভাব নাই, কপাটী, দাঁড়াগুলি, ক্রিকেট ইত্যাদি শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন এমন ক্রীড়া অনেক আছে।

সন্তানকে সন্তরণ শিক্ষা করান যে কত প্রয়োজন ও ইহার দ্বারা শরীরের যে কত উপকার হইবার সম্ভাবনা তাহা বলা যায় না। বিপদাপদে সন্তরণ শিক্ষা থাকিলে প্রাণ রক্ষা হয় ও করিতে পারা যায়! সন্তরণে পদ ও বাহুর পরিচালনা হইয়া শরীর সর্ব্বদাই সুস্থ থাকে অনেক মাতাকে দেখিয়াছি সন্তানকে ভয়ে জলে নামিতেই দেন না, সন্তরণ শিক্ষা তো দূরে থাকুক। কিন্তু তাঁহারা সন্তানের উপর এই মায়া প্রদর্শন করিয়া তাহার ভাল কি মন্দ করেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

যদি সুবিধা হয় তবে সন্তানকে অশ্বারোহণ শিক্ষা করিতে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অশ্বারোহণে শরীরের সর্ব্বাঙ্গ যেরূপ পরিচালিত হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। ইহাতে সাহসের বৃদ্ধি হয়, ইহাতে লোক সতর্কতা শিক্ষা করে, ইহাতে চক্ষু কর্ণের অত্যধিক পরিচালনা হইয়া এই উভয় ইন্দ্রিয়েরই উৎকর্ষ সাধন হয়।

ব্যায়ামও শরীরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; ইহাতে শরীরের নানা অঙ্গের পরিচালনা হয় ও সেই সঙ্গে মনে সাহসেরও বৃদ্ধি হয়। বিশেষ কুস্তি, মুগুর ভাঁজা ইত্যাদি মল্লযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ প্রভৃতি ব্যায়াম শরীরের পক্ষে বিশেষ

উপকারী। প্রত্যেক জননীর সন্তানকে ব্যায়াম শিক্ষা করিতে প্রোৎসাহিত করা কেবল উচিত নহে, একটি গুরুতর কর্ত্তব্য! কিন্তু হায় মিথ্যা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা সন্তানের মঙ্গল না করিয়া অমঙ্গল করেন।

যেমন করিয়া হয় সন্তান যাহাতে প্রত্যহ পদচারণ করিতে পায়, ক্রীড়ায় দৌড়াদৌড়ি করিতে পায়, সন্তরণ করিতে পায়, সুবিধা থাকে যদি তবে অশ্বারোহণ করিতে পায় বা ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে পায় জননী মাত্রেরই তাহার সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই সকল না করিতে পাইলে সন্তান কখনই সুস্থ শরীরে থাকিতে পারিবে না, শরীরের সর্ব্বাঙ্গের উপযুক্ত পরিচালনা না হইলে, শরীরকে সুস্থ রাখা অসম্ভব।

বালকদিগের বিবেচনা শক্তি অল্প, কোন কার্য্য তাহাদিগকে করিতে দিলে তাহারা সেই কার্য্যের অধিক করিয়া ফেলে। এই জন্য এই সকল বিষয় সন্তানকে করিতে দিতে হইবে কিন্তু যাহাতে সে ইহাতেই না মাতিয়া যায়, যাহাতে সে এই সকল বিষয়ের আধিক্য না করে যেমন করিয়া হয় মাতার তাহাই করিতে হইবে; ইহা করাও বড় কঠিন কার্য্য নহে। একটু সতর্ক থাকিলে, সন্তানের উপর একটু দৃষ্টি থাকিলে সন্তানকে প্রশ্রয় না দিলে সন্তান কখনই এই সকল বিষয়ের বাহিরে যাইতে সক্ষম হইবে না। সন্তানকে সন্তরণ করিতে অনুমতি করিব বলিয়া যে সন্তান তিন চারি ঘণ্টা জলে পড়িয়া থাকিবে ইহার কোন মানে নাই; সন্তানকে

দৌড়া দৌড়ি করিতে দিব বলিয়া যে দিন রাতই দিব ইহারও কোন অর্থ নাই। মাতা অনর্থক সন্তানকে প্রশ্রয় না দিলে সন্তান কখনই এই সকল বিষয়ে নিয়মের বাহিরে যাইবে না।

অনেকেই দেখিতে পাই এবিষয়ে বড়ই অযত্ন করেন; তাঁহারা ইহার প্রয়োজন ভাল বুঝেন না বলিয়াই বোধ হয় ইহা করেন। যদি বুঝিতেন যে সন্তানের স্বাস্থ্যের পক্ষে উত্তম আহার ও বসন যেরূপ আবশ্যক এই সকল ও তদ্রূপ বা তদপেক্ষাও আবশ্যক তাহা হইলে তাঁহারা কখন এরূপ কার্য্য করিতেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা।

শরীর রুগ্ন ও ক্ষীণ হইলে এ সংসারে কষ্ট আপনার ও কয়েক জন নিকট আত্মীয়ের; কিন্তু মন রুগ্ন ও ক্ষীণ হইলে, মন সুশিক্ষা পাইয়া ভাল না হইলে, এ সংসারে কষ্ট কেবল নিজের ও নিজ আত্মীয়দিগের নহে, কষ্ট যাহার নিকট রহিবে, যাহার নিকট যাইবে, যাহার সহিত কোন কার্য্য করিবে তাহারই। এই জন্য শরীর ও মন দুই একই রূপ যত্ন সহকারে লালন পালন করিতে হইবে। যে পরিমাণ যত্ন করিলে সন্তানের শরীর ভাল করিতে ও রাখিতে পারা যায় তাহাপেক্ষা শত গুণ যত্ন না করিলে মনকে ভাল করিতে ও রাখিতে পারা যায় না। শরীরের পক্ষে লালন পালন, মনের পক্ষে শিক্ষা।

মনের কোন্ কোন্ বৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধন করা কর্ত্তব্য তাহা এই স্থলে বলিতে হইলে এ পুস্তকের পরিমিত স্থানে তাহার সংকুলান হইবে না। সন্তান কিরূপ হইলে ভাল হয়, কিরূপ সন্তান হউক, এবিষয়ে সকলেরই

মনে নিজ নিজ একটা ইচ্ছা আছে। সন্তান শান্ত হউক, সন্তান সুবোধ হউক, সন্তান দয়াবান, ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হউক এ ইচ্ছা কাহার নহে? সন্তানের কি কি হওয়া উচিত নহে তাহাইবা কেনা অবগত আছেন? মানবের যে গুলি ভাল. মানব হৃদয় ও মনে যে গুলি হইলে, মানব, সংসারে সুখী হইতে ও করিতে পারে সেই গুলির উৎকর্ষতার নামই শিক্ষা। ভাল গুলির উন্নতি করিতে হইলেই মন্দ গুলিকে দমন করিতে হইবে, নতুবা ভাল গুলির উন্নতি কখন হইবে না। মানব মনে এক সময়ে দুইটা থাকিবার স্থান নাই, ভাল গুলি না থাকিলে মন্দ গুলি থাকিবে, আর যদি ভাল গুলি থাকে তবে মন্দ গুলি কখনই থাকিতে পারিবে না। যখন কাহাকেও সুশিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিবে তখন প্রথমে তাহার কোন্ কোন্ বৃত্তি গুলির উন্নতি আবশ্যক তাহা স্থির কর, তৎপরে তাহার উন্নতির চেষ্টা দেখ।

এ সকলই শিক্ষা সাপেক্ষ; দেখা যাউক শিশুর কি কি শিক্ষা আবশ্যক ও কি কি প্রণালীই বা অবলম্বন করিলে সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। শিক্ষা প্রধানতঃ সকলেই দুই ভাগে বিভক্ত করেন, এক মানসিক ও অন্য নৈতিক, দেখা যাউক মানসিক শিক্ষাই বা কি, নৈতিক শিক্ষাই বা কি? মনের সুবৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন ও কুবৃত্তি গুলির দমনের নামই মানসিক শিক্ষা। চিন্তাশক্তি, বিবেচনা শক্তি, মেধা, বুদ্ধি ইত্যাদির উন্নতির নামই মানসিক শিক্ষা, আর

দয়া, মায়া, সত্যপ্রিয়তা, সাহস ইত্যাদি শিক্ষার নামই নৈতিক শিক্ষা। যখন মানব পুস্তক পাঠে সক্ষম হয় তখন তাহারা পুস্তক পাঠ করিয়া ও গুরু উপদেশ পাইয়া এই সকল শিক্ষা করে, কিন্তু শিশু ও বালক এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া শিখে। সে এই সময়ে এই সকল যেরূপ শিখিবে তৎপরে বহুকষ্টে তাহা তাহাকে ভুলাইতে হইবে, অনেক সে একেবারে ভুলিতেও পারিবেনা। নক্ষত্র দেখিয়া নাবিকেরা উত্তাল তরঙ্গময় সাগরে পোত চালনা করে; সন্তানের পক্ষে মাতাও ঠিক এইরূপ নক্ষত্র, মাতা যেরূপ তাহাকে চালাইবেন সে ঠিক সেই রূপ চলিবে। আমরা ক্রমে দেখাইব সন্তান কিরূপ ভাবে মানসিক শিক্ষা সকল শিখিতে থাকে। আমরা যাহা লিখিতে যাইতেছি আশা করি জননী মাত্রেই আমাদের এই বিষয়টী বিশেষ প্রণিধান করিয়া পাঠ করিবেন। জগতের চারিদিকে যে পাপের অগ্নি, দুঃখের অগ্নি ও শোকের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, তাহার কারণ মানবের কুচরিত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে,—সেই, কুচরিত্র মানব শিখিল কোথা হইতে? তাহা তাহারা পাইল কোথায়? এই যে জগত ব্যাপিয়া সভ্য সমাজে কত বিদ্যালয়, কত ধর্ম্ম সমাজ, কত ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার, কত ধুম ধাম! কিন্তু জগতের দুঃখ কমিতেছে কই, মানবের চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইতেছে কই? হায়! ইহা হইবার উপায় কোথায়? আজ যাহারা এত বড় হইয়াছে, আজ যাহারা সংসার চালাইতেছে

তাহারাই কয় বৎসর পূর্ব্বে জননীর অঙ্কে স্তন পান করিয়াছে। যখন দেখিতেছি এত চেষ্টা, এত শিক্ষা, এত বিদ্যালয়, এত ধর্ম্ম সমাজ, ধর্ম্ম প্রচার ও নীতি প্রচারেও মানবের চরিত্রের উন্নতি হইতেছে না, মানবের দুঃখের অবসান নাই, তখন কি আমরা বলিব না যে এই সকল লোক শৈশবে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, যে কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাস শৈশব কালে তাহারা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা এক্ষণে তাহারা ভুলিতে পারিতেছে না, তাহারই বিষময় ফল আজ ফলিতেছে?

বাল্যকালে যে শিক্ষা হয় সেইই শিক্ষা, জননীর নিকট সন্তান যে শিক্ষা পায় সেইই শিক্ষা, সে শিক্ষা সন্তান কখন ভুলে না। মাতা সন্তানকে যদি সুশিক্ষিত না করেন তবে তাঁহার যে পাপ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার পূর্ব্বে, অভ্যাস। অভ্যাসই স্বভাব, স্বভাব হইতেই মানবের চরিত্র গঠন। এই জন্য প্রথমে আমরা অভ্যাসের কথা বলিব, তৎপরে ক্রমে কিরূপে শিশুর মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করিতে পারা যায় তাহাও লিখিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অভ্যাস।

শিশু প্রত্যহ যেরূপ করিতে পাইবে তাহার ক্রমে সেই রূপই অভ্যাস হইয়া যাইবে। লোকে যাহাকে স্বভাব বলে সে অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা ক্রমাগত করা যায় তাহাই অভ্যাস হইয়া পড়ে, একবার অভ্যাস হইলে তাহা আর কখনও যায় না, যদি যায় তবে সে বহুকষ্টে। এই জন্য শিশুকে সুশিক্ষিত করিবার পূর্ব্বে তাহার অভ্যাসের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে অভ্যাস হইলে সন্তান ক্রমে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া দাঁড়াইবে, দেখিও কখন সন্তানের সেরূপ অভ্যাস হইতে দিও না, বরং যে অভ্যাস হইলে সন্তানের লালন পালন তোমার পক্ষে ক্লেশকর হইবে না, চেষ্টা করিয়া সন্তানের সেই অভ্যাস করাও। আহার, স্নান, ইত্যাদির নিয়ম ক্রমে ক্রমে সন্তানকে অভ্যাস করাও, মল মুত্র ত্যাগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহারও সময় নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা কর এইরূপে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া সকল বিষয়ে যাহাতে সন্তানের সুঅভ্যাস হয় তাহাই কর, তাহা হইলে আর

সন্তান অসময়ে, অর্থাৎ যে যে সময় সে যে যে কার্য্য করিবে তাহার বিপরীত করিয়া কখন অনর্থক তোমাকে ক্লেশ দিবে না, তাহা হইলে আর তোমার অনর্থক রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে না, তাহা হইলে আর তোমার অনর্থক ক্লেশ গ্রহণ করিতে হইবে না। অভ্যাসই যে সকল,—এ কথা কেহ কখন বিস্মৃতা হইও না।

যেরূপ করিয়া শয়ন করিতে অভ্যাস করাইবে, যেরূপ করিয়া নিদ্রা যাইবার অভ্যাস করাইবে, তুমি শিশুকে যেমন করিবে সে তাহাই ক্রমে শিখিয়া ফেলিয়া প্রত্যহই সেইরূপ করিবে। কিন্তু অভ্যাস সহজে হয় না, বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা না করিলে সুঅভ্যাস আপনি হয় না। সন্তানকে যেটী অভ্যাস করাইতে চাহ তাহা তাহার দ্বারা পুনঃ পুনঃ করাও। প্রথম সে ইহাতে আপত্তি করিবে, প্রথমে সে কোন অভ্যাস করিতে ইচ্ছুক হইবে না, হয়তো কাঁদিবে, হয়তো ক্লেশ ও যন্ত্রণা প্রকাশ করিবে; যদি তুমি সন্তানের মিথ্যা মায়ায় বদ্ধ হও, যদি তুমি সন্তানের এই সামান্য ক্রন্দন সহ্য করিতে না পার, যদি তুমি ইহার জন্যই সন্তানকে সুঅভ্যাস শিক্ষা দিতে হতাশ হইয়া চেষ্টা ও যত্ন ত্যাগ কর, তবে আজ যে শিশুর ক্রন্দনের জন্য তুমি ইহা ত্যাগ করিলে, এক দিন সেই শিশুর জন্যই তোমাকে দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে হইবে। তাহাই বলি অগ্রে স্থির করিয়া লও শিশুর কিরূপ অভ্যাস হওয়া কর্ত্তব্য, তৎপরে শিশুকে যেমন করিয়া হয় ক্রমাগত তাহাই করিতে দেও, এইরূপ দশ পনর দিন করিলে,

শিশু তখন আপনই তাহা করিতে থাকিবে, আর কোন যত্ন বা চেষ্টার আবশ্যক হইবে না। হয়তো কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, শিশুকে কোন্ কোন্ গুলি অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিব? সকলের পক্ষে এক অভ্যাস খাটিবে না। অবস্থা ভেদে সন্তানের অভ্যাস গঠন করিতে হইবে। রাজার সন্তানের কদর্য্য চাউলের অন্ন আহার অভ্যাস করিবার কেনই আবশ্যক নাই, কিন্তু যাহার অবস্থা সচ্ছল নহে, সে যদি তাহার অবস্থানুযায়ী চাউলের অন্ন আহার অভ্যাস না করে, সে যদি সেই অন্নের পরিবর্ত্তে রাজপুত্রের আহারীয় অন্ন আহারের অভ্যাস করে তবে তাহার একদিন কষ্ট পাইতেই হইবে। এই জন্যই, সন্তানের কিরূপ অভ্যাস করিতে হইবে আমরা তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট তালিকা দিতে পারিতেছি না; যদি দি, তবে তাহাতে হয়তো উপকারের পরিবর্ত্তে অনুপকার হইবে, হয়তো আমরা যাহা বলিব তাহা সকলের পক্ষে উপযুক্ত হইবে না। এরূপ হইলে তাঁহারা যদি সেইরূপ অভ্যাস করেন তবে তাহাতে ভাল না হইয়া মন্দই হইবে। যখন আমরা বলিলাম সন্তানকে যেরূপ অভ্যাস করাইবে সে সেইরূপই করিতে শিখিবে, যখন আমরা অভ্যাস কিসে ও কি রূপে হয় তাহাও বলিলাম, আর, যখন আমরা সন্তানকে সুঅভ্যাস করান যে কত প্রয়োজন তাহাও যথা সাধ্য বুঝাইয়া দিলাম তখন এমন কে আছেন যিনি নিজ অবস্থা বুঝিয়া, সন্তানের ও আপনার—কেবল সন্তান ও আপনার কেন?—

সমস্ত মানব জাতির,—মঙ্গল সাধন করিতে অগ্রসর হইবেন না?

কোন কার্য্য করিতে হইলে, বিশেষ কোন গুরুতর কার্য্য করিতে হইলে কেহ যদি নিজ বিবেচনা শক্তি ব্যবহার না করেন, কেবল পরে যাহা বলিয়া দিবে সেইরূপ করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সে কার্য্য সাধন কখনই হইতে পারে না। আমরা বলিয়া দিব এটা কর, ওটা কর, তুমি কেবল সেইটাই করিবে আর কিছুই করিবে না, তাহা হইলে তোমার দ্বারা কোন কার্য্য সুসম্পন্ন সম্পূর্ণই অসম্ভব। সন্তানের কোন্ কোন্ অভ্যাস করিতে হইবে আমরা তাহা বলিয়া দিব, তবে তুমি তাহা করিবে, বা আমরা যে গুলি বলিয়া দিব তুমি তাহাই করিবে, তাহা ভিন্ন আর কিছুই করিবে না, যদি এরূপ হয় তবে তোমার সন্তানের জননী হওয়া সম্পূর্ণই বিড়ম্বনা। তুমি যদি একটী কলের পুত্তলী তবে তোমাকে সন্তানের মা হইতে কে বলিয়াছিল?

জানিয়া রাখ, সন্তানের অভ্যাস সহজেই হয়, জানিয়া রাখ অভ্যাস একবার হইয়া পড়িলে তাহা আর কিছু-তেই যায় না; জানিয়া রাখ, সন্তান পুনঃ পুনঃ যাহা করিতে পায় তাহার তাহাই অভ্যাস হইয়া পড়ে; পুনঃ পুনঃ কোন কার্য্য করিলে অভ্যাস আপনি হয়। জানিয়া রাখ, সন্তানের কষ্ট, সমাজের কষ্ট, সমস্ত মানব জাতির কষ্ট তোমার সন্তানের এই অভ্যাসের উপর নির্ভর করি-

তেছে। তৎপরে উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া যে যে অভ্যাস হইলে সন্তানের ভবিষ্যত সুখময় ও সুখদায়ক হইবে, যাহাতে তোমার, সমাজের, ও মানব জাতির কোনই ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে তাহাই যত্ন ও চেষ্টা করিয়া শিক্ষা দেও। সন্তানের সুঅভ্যাস শিক্ষা দেওয়া যে মাতার একটী প্রধান ও গুরুতর কর্ত্তব্য তাহা কখনই ভুলিয়া যাইও না।

নবম পরিচ্ছেদ।

মানসিক শিক্ষা।

এ সংসারে কার্য্যক্ষম হইবার জন্য কতকগুলি মনের বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন কর্ত্তব্য। যাহাতে মানসিক উন্নতি হয় মানব মাত্রেরই তাহাই করা উচিত। শিশুর ও বালকের কিরূপে মানসিক উন্নতি করিতে হইবে আমরা তাহাই ক্রমে ক্রমে লিখিতে চেষ্টা করিব। প্রথম দেখা যাউক আমি শিশুকে কিরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি; প্রথম দেখা যাউক সন্তানের কোন্ কোন্ বৃত্তিগুলি আমাকে উন্নত করিতে হইবে।

কতকগুলি মানসিক বৃত্তি হৃদয়ে স্বভাবতঃই প্রবল; তাহারা কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই তৎপর; ইহাদিগের মধ্যে যে গুলির উন্নতি প্রয়োজন কেবল সেই গুলিরই চর্চ্চা করিতে হইবে; অপরগুলিকে যেমন করিয়া হউক দমন করিতে হইবে।

মন স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয়, সম্মুখে যে যাহা করে তাহা অনুকরণ করিতে মনের বড়ই ইচ্ছা হয়; কিন্তু যাহার মন অধিক অনুকরণপ্রিয় তাহার বিবেচনা শক্তি ক্রমেই

অল্প হইয়া আইসে। অনুকরণপ্রিয়তা মানব মনের একটী অত্যাবশ্যকীয় বৃত্তি স্বীকার করি, কিন্তু তাহাই বলিয়া মানব মনে অনুকরণ প্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা কোনক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে। যাহার মনে যত অনুকরণ প্রিয়তা অধিক তাহার মনে বিবেচনা শক্তি এবং বুদ্ধিশক্তি ততই অল্প। এইজন্য শৈশব হইতে বালককে অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিও না। সে ইচ্ছা করিয়া যাহা অনুকরণ করে তাহাই করুক, তুমি বল প্রয়োগ করিয়া কখন তাহাকে অনুকরণ করিতে শিখাইওনা। সে যদি এ বিষয়ে উৎসাহিত না হয়, তাহার মনের অনুকরণ প্রিয়তা যদি প্রোৎসাহিত না হয়, তবে ইহা আর প্রবল হইবে না; এদিকে বিবেচনা ও বুদ্ধিশক্তি যত বৃদ্ধি পাইবে, অনুকরণ প্রিয়তাও তত কমিবে। অনুকরণ হইতেই কি কুশিক্ষা কি সুশিক্ষা সকলেরই উৎপত্তি। যদি মনের অনুকরণ প্রিয়তা বৃত্তিকে আয়ত্বাধীন্ করা যায়, যদি মনকে যাহা দেখিবে তাহাই অনুকরণ করিবে এরূপ কুঅভ্যাস হইতে দূরে রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহার কুশিক্ষা শিখিবার সম্ভাবনা অনেক অল্প হইয়া আসিবে, তাহা হইলে সুশিক্ষা দিবার পথ অনেক প্রশস্ত হইবে। এই জন্য বলি জননী কোন ক্রমেই সন্তানকে কিছু অনুকরণ করিতে শিখিতে দিবেন না। 'ও কেমন শান্ত' তুমি উহার মত হও, ঐ ও কেমন দুদ্ধ খায় 'তুমি উহার মতন দুগ্ধ খাও,' এরূপ কথা জননী সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু ইহার ফল সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারেন না যে বালকের

দুগ্ধ খাওয়া অনুকরণ করিতে তুমি তোমার সন্তানকে শিখাইলে, তোমার সন্তানের দৃষ্টি স্বভাবতঃই উহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে; সন্তান এখন হইতে কেবল দুগ্ধ খাওয়া নহে, ঐ বালকের সকল কার্য্যই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবে ও অনুকরণ করিয়া শিখিবে। তুমি হয়তো ঐ বালকের দুধ খাওয়াই ভাল দেখিয়াছ, কিন্তু সে যে আর কি করে, সে গুলি তাহার ভাল কি মন্দ ইহার তুমি কিছুই জান না। সন্তানকে পরের অনুকরণ করিতে শিখাইয়া তুমি নিজেই তাহাকে কুঅভ্যাস শিখিবার পথ বলিয়া দিলে। তোমার ইহা বুঝা উচিত ছিল যে, যে একজনের একটা বিষয় অনুকরণ করিবে তাহার সেই ব্যক্তির অন্য বিষয় ও অনুকরণ করিতে মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইবে। সন্তান একবার একজনকে অনুকরণ করিতে শিখিলে তাহার ভালমন্দ দুই অনুকরণ করিতে থাকিবে। এই জন্য যাহার চরিত্র উত্তমরূপ না অবগত আছি তাঁহার, কোন বিষয় সন্তানকে অনুকরণ করিতে উৎসাহিত করিতে নাই। এ সংসারে নিজের চরিত্র ভিন্ন অপরের চরিত্র জ্ঞাত থাকা একরূপ অসম্ভব। নিজের কার্য্য ব্যতীত অন্য আর কাহারই কার্য্য অনুকরণ করিতে সন্তানকে প্রোৎসাহিত করিও না। সন্তানের অনুকরণপ্রিয়তা কখন হৃদয় হইতে যাইবেনা; যাহাতে তাহার অনুকরণপ্রিয়তার কার্য্য তোমার নিজের উপর হয় তাহার চেষ্টা কর। আপনার কার্য্য, ও আপনার কথার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা, আ-

পনার চরিত্র ও আপনার ব্যবহারের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আপনার স্বভাবের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা জননীর একান্ত কর্ত্তব্য। শিশুর মনের অনুকরণপ্রিয়তা বৃত্তি কখনই লোপ পাইবে না; যদি তুমি তাহার সম্মুখে অনুকরণের জন্য একটী আদর্শ চরিত্র ধারণ না কর, সে যাহার তাহার চরিত্র অনুকরণ করিয়া ক্রমে হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তিগুলির উত্তেজনা করিয়া ফেলিবে, ক্রমে সে সুপথ ত্যাগ করিয়া ক্রমে কুপথে যাইয়া পড়িবে। শিশু যাহা হইবে অনুকরণ করিয়াই হইবে। শিশুকে যদি প্রকৃত মানব নামের উপযুক্ত করিতে চাহ, তবে শিশুর সম্মুখে একটী আদর্শ চরিত্র ধারণ কর। এ চরিত্র তুমি পাইবে কোথায়? অপরের চরিত্র ভাল কি মন্দ তাহা তুমি জানিবে কি রূপে? এই জন্য সন্তানকে যদি সুসন্তান করিতে চাহ, তবে প্রথমে নিজ চরিত্র আদর্শ স্বরূপ কর, তৎপরে সেই চরিত্র তাহার সম্মুখে ধারণ কর, যাহাতে সে তোমাকেই অনুকরণ করে, যাহাতে তাহার অনুকরণ বৃত্তির কার্য্য তোমারই উপর হইতে থাকে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা অনুকরণপ্রিয়তা বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করিতেছি, তাহাতে কেহ যেন ভাবিবেন না যে অনুকরণ প্রিয়তা বৃত্তিকে একেবারে নষ্ট করিতে হইবে। মানবের শিক্ষা অনুকরণপ্রিয়তা বৃত্তির উপরই নির্ভর করে। এ বৃত্তি হৃদয়ে না থাকিলে মানবের শিক্ষা করিবার ক্ষমতা আর থাকে না। যাহার হৃদয়ে এ বৃত্তি যত প্রবল সে তত শিক্ষায় উন্নতি করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং যাহাতে অনুকরণ প্রিয়তা বৃত্তি একেবারে লোপ হইয়া না যায় তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে; শিশুর যত

দিন ভাল-মন্দ জ্ঞান না জন্মে তত দিন শিশুর অনুকরণ প্রিয়তা বৃত্তি যাহাতে মাতার উপরই আবদ্ধ থাকে তাহাই করিতে হইবে। ইহা করা বিন্দু মাত্র ও কঠিন নহে; স্বভাবতঃ সন্তান মাতাকেই অনুকরণ করে; ইহার উপর মাতা একটু যত্ন ও চেষ্টা করিলে তাহার অনুকরণ প্রিয়তা বৃত্তি আর কোথায়ও ন্যস্ত হইবে না।

জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান সহায় মেধা ;—স্মরণ শক্তি তীক্ষ্ণ না হইলে কি জ্ঞানোপার্জ্জন কি সাংসারিক কার্য্য কোন বিষয়েই কেহ উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না। যাহার স্মরণ শক্তি অধিক এ জগতে উন্নতি সেই করিয়া গিয়াছে। সকল বিষয়ই যে ভুলিয়া যায়, যে আজ যাহা দেখিল, কাল তাহা ভুলিল, যে আজ যাহা শুনিল কাল তাহা বিস্মরণ হইল, তাহার শিক্ষার আশা কোথায়? সে এ সংসারে কোন্ কাজ করিতে পারে? মানব জীবনের এরূপ অত্যাবশ্যকীয় বিষয় মেধা ও শিক্ষা সাপেক্ষ; শৈশব হইতে জননী যদি যত্ন করেন তবে কোন সন্তানেরই আর মেধাশক্তির হীনতা জনিত মূর্খ ও নিতান্ত অপদার্থ হইতে হয় না। শৈশবে মানবের মনের সকল বৃত্তি গুলি স্ফূর্ত্তি হইবার জন্য চেষ্টা করে, তখন যদি জননী সন্তানের সুপ্রবৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধন ও কুপ্রবৃত্তি সকলের দমন করেন তবে আর এ জগতে মানবকে এত হীন হইতে হয় না। এ কার্য্য মাতা ভিন্ন আর কেহই করিতে পারেন না; মাতাই শিশুর শৈশব ভাব সকল বুঝিতে পারেন; তিনি ইহা না করিলে অপরের সাধ্য কি যে ইহা সম্পন্ন করেন।

সকলেই দেখিয়াছেন শৈশবে মেধা শক্তি প্রবলতা সহকারে

স্ফূর্ত্তি পাইবার চেষ্টা করে। শিশু কথা কহিতে শিখিলেই সে কবিতা আবৃত্তি করিতে বড় ভাল বাসে, কবিতা শিখিবার জন্য গল্প শুনিবার জন্য ব্যাকুল হয়। মাতা যদি একটু ক্লেশ গ্রহণ করিয়া এই সময় হইতে সন্তানকে কবিতা আবৃত্তি করিতে প্রোৎসাহিত করেন, উত্তমোত্তম কবিতা সকল তাহাকে মুখস্থ করিয়া দেন, সে মহানন্দে ইহা শিক্ষা করিবে; যত তাহাকে শিখাইতে পারিবেন, তত শিখিবে; ততই তাহার মেধা শক্তির চর্চ্চা হইয়া ইহার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম দিবস যে কবিতা শিক্ষা করিতে শিশুর একদিবস লাগিল, কয়েক দিবসের মধ্যেই সেরূপ কবিতা শিশু এক ঘণ্টায় আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে। এই রূপে শিশুর মেধা শক্তির চর্চ্চা হইলে ইহা ক্রমেই তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে। এই সামান্য কার্য্যে তাচ্ছিল্য করিয়া কতজন শেষে সন্তানের জন্য কাঁদিয়া বেড়ান।

শিক্ষার পক্ষে মেধা শক্তি যেরূপ প্রয়োজন, কল্পনা শক্তিও তদ্রূপ। কল্পনা না হইলে কাহারও চিন্তা শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। কি সাহিত্য শিক্ষায় কি অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষায়, কি বিজ্ঞান শিক্ষায় সর্ব্বত্রই সর্ব্ব বিষয়ে কল্পনার আবশ্যক। যে মনে মনে একটা ভাবিয়া লইতে পারে না, যে মনে মনে একটা গড়িতে পারে না সে এ জগতে কি করিতে পারে; সে এ জগতে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। সূত্রধর একটী সামান্য বাক্স মেরামত করিতে আসিলেও তাহার কত কি প্রথম ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়, তৎপরে সেই ভাবনা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। অগ্রে একটা কল্পনা করিয়া না লইলে কার্য্যে পরিণত করিবে কি। এই জন্য মানবের কল্পনা

একটী বিশেষ আবশ্যকীয় মানসিক বৃত্তি। অতি শৈশব হইতে ইহারও বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বালক প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই মনে মনে একটা স্থির করিয়া লয়; এই সময়ে মাতা যদি সন্তানকে সেই বিষয়ে প্রোৎসাহিত করেন তবে তাহার কল্পনা বৃত্তি ক্রমে উন্নত হইতে থাকে। কিন্তু এ বৃত্তি অত্যধিক প্রশ্রয় পাইলে ভয়ানক ক্ষতিজনক হইয়া দাঁড়ায়, ইহাকে অধিক প্রশ্রয় দিলে, ইহাতেই হৃদয় মগ্ন হইতে দিলে ক্রমে মন ও হৃদয় কল্পনাময় হইয়া যাইবে; তখন আর কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে না, তখন দিন রাত্রি কল্পনার অঙ্কে আত্ম সমর্পণ করিয়া ইহার আপাত মনোরম সুখে মত্ত হইয়া থাকিবে। এই জন্য ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়াও হইবে না অথচ একেবারে লোপ হইতেও দেওয়া না হয়।

চিন্তা শক্তি মানবের যে একটী অত্যাবশকীয় বৃত্তি তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। যে চিন্তা করিতে পারে না, বা চিন্তা করিতে জানে না, তাহাকে উন্মত্ত বা বোধ বিহীন অনায়াসেই বলিতে পারা যায়। সংসারে সর্ব্ব কার্য্যেই এ জীবনের প্রতিপদেই চিন্তার আবশ্যক। তুমি সামান্য কৃষক হও আর তুমি বহু জনপদের অধীশ্বর হও, চিন্তাশক্তি তোমাদিগের উভয়েই সমান প্রয়োজন; কৃষক, তুমি যদি ইহা বিহীন হও তোমার পক্ষে কৃষিকার্য্য করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, আর তুমি নরপতি, তোমার যদি ইহার অভাব হয় তবে তোমার পক্ষেও রাজ্য শাসন সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই চিন্তা শক্তির তারতম্য বশতঃই এ সংসারে কেহ মহাপণ্ডিত ও মহা

* আমার প্রণীত নারীহৃদয়তত্ত্ব দেখুন।

বুদ্ধিমান কেহ মূর্খ ও নির্ব্বোধ। এরূপ চিন্তা শক্তির উৎকর্ষ সাধন কি বিশেষ কর্ত্তব্য নহে? এই উৎকর্ষ সাধন করা জননীর কর্ত্তব্য ও জননীর আয়ত্তাধীন; জননীর অবহেলায়ই কেহ বুদ্ধিমান ও কেহ নির্ব্বোদ হও, আমরা বহুবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি মানবের সমস্ত বৃত্তিই উৎকর্ষ সাপেক্ষ; চেষ্টা করিয়া উৎকর্ষ সাধন করিলে উৎকর্ষ সাধন হয়, নতুবা হয় না। শৈশব হইতে যে দিন শিশু চক্ষু মেলিয়া এ জগতের নূতন শোভা দেখিতে আরম্ভ করে সেই দিন হইতে যদি চেষ্টা হয় তবে শিশুর মানসিক বৃত্তি সকল কখনই তীক্ষ্ণ না হইয়া রহিতে পারে না। জননী সামান্য চেষ্টা ও যত্ন করিলেই এই সকল অতি গুরুতর বিষয় সকল সহজে সম্পাদন করিতে পারেন।

বালকেরা যাহা কিছু দেখে তাহার কারণ মাতাকে জিজ্ঞাসা করে। বালক চাঁদ দেখিলে মাতার নিকট দৌড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে "মা, ও কি?" বালক নূতন যাহা দেখে, বালক নূতন যাহা শুনে তাহারই কারণ মাতাকে জিজ্ঞাসা করে। ... সকল বিষয় বালক স্বয়ং ভাবিয়া স্থির করিতে পারিবে, তাহা যদি বালককে না বলিয়া মাতা বালককে দেখি কি, ইহা ভাবিয়া স্থির করিবার জন্য উৎসাহিত করেন তবে এইরূপে ক্রমে বালকের চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। মনে কর বালক একটী বৃক্ষের ছায়া দেখিয়া মাতার নিকট দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা, একি?" যদি বলেন "ছায়া" তবেই বালকের কৌতুহল নিবৃত্তি হইল অথচ সে কিছুই বুঝিল বা জানিতে পারিল না। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে মাতা যদি সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলেন "

দেখ; যদি ওটী কি তুমি আমাকে বলিতে পার তবে আমি তোমাকে একটী বেস্ খেলনা দিব।” খেলনার লোভে বালক সেটী কি ভাবিতে লাগিল; দুই তিন চার বার সে যাহা বলিল, ভুল, তুমি তাহাকে তত্রাচ বলিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলে। সম্ভবমত বালক বলিতে পারিবে, যদি নিতান্ত না পারে তাহাতে ক্ষতি নাই। ইহাদ্বারা তাহার চিন্তা শক্তির যে চর্চ্চা হইল তাহাতে তাহার যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। এইরূপে সন্তানের চিন্তা শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। ইহাতে ধৈর্য্য ও মনোযোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন আবশ্যক হইবে সত্য, কিন্তু ইহা না হইলে সন্তানের জননী হইতে পারাযায় না। না হইয়া যদি সন্তানের শত্রু হইতে চাহ তবে ইহা করিতে অবহেলা করিও না।

মানব জীবনে চিত্ত স্থিরতা বিশেষ প্রয়োজন। যে স্বভাবতঃই অস্থির, যে এক বিষয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য মন স্থির রাখিতে পারে না, তাহার দ্বারা জগতের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। তাহার পক্ষে কোন শিক্ষাই সম্ভব নহে; জ্ঞানীর জ্ঞান শিক্ষাই হউক আর শিল্পীর শিল্প শিক্ষাই হউক যাহার চিত্ত স্থিরতা নাই, যে শিক্ষার বিষয় মন স্থির রাখিতে পারে না তাহার পক্ষে কোন শিক্ষাই সম্ভব নহে। অধিকাংশ মানব এ জগতে যে কিছুই শিখিতে পারে না, কোন কার্য্যেই আসে না তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই জানিতে পারা যায়। ইহা মানব উন্নতির পরম শত্রু, কত বুদ্ধিমান ও মেধাবী বালক ইহার কবলিত হইয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। একবার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিলে তখন ইহাকে র

করা অতি কঠিন হইয়া উঠে। এই জন্য ইহাকে ইহার জন্মের প্রথমেই সমূলে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতি শৈশব হইতেই মানব হৃদয়ে ইহা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে থাকে, এই সময় হইতে ইহাকে দমন না করিলে পরে করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে।

বালকেরা স্বভাবতঃই চঞ্চল; তাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারেনা, এক বিষয়ে মন স্থির করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সন্তানের এই চঞ্চলতা দূরীভূত করা মাতার গুরুতর কার্য্য। বহু পরিশ্রম ও বহু যত্ন এই সময় হইতে না করিলে সন্তানের চিত্তস্থিরতা হওয়া পরে বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। সন্তানের মন যাহাতে আকৃষ্ট হইবে এরূপ ছবি, বা ঐরূপ ছবি যুক্ত পুস্তক লইয়া মাতা যদি প্রতি দিন সন্তানকে, দুই এক ঘণ্টা তাহাই দেখান ও সেই বিষয়ে তাহার সহিত কথোপকথন করেন তবে ক্রমে তাহার চাঞ্চল্য দূর হইয়া চিত্তস্থিরতা জন্মিবে। হয়তো প্রথম দিন সে দশ মিনিট থাকিয়া আর থাকিতে চাহিবে না; দ্বিতীয় দিন তাহার মন যাহাতে আরও আকৃষ্ট হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সে দিনও হয়তো সে ১৫ মিনিটের অধিক থাকিবে না, কিন্তু চেষ্টা করিলে ক্রমে এইরূপে তাহার চাঞ্চল্য যাইয়া ক্রমে তাহার চিত্ত স্থির হইবে, তখন সে দুই ঘণ্টা আনন্দে তুমি যাহা বলিবে তাহা শুনিবে। এইরূপে ও নানা উপায়ে চাঞ্চল্য নষ্ট করিয়া, তাহার বালচপলতা দূর করিয়া তাহার চিত্ত স্থিরতা জন্মাইতে হইবে। আমরা উপরে একটী মাত্র উপায়ের উল্লেখ করিলাম, এইরূপ আর শত শত উপায় উদ্ভাবন

করা যাইতে পারে। যাহা হউক যে কোন উপায়েই হউক বালকের চাঞ্চল্য দূর করিতে হইবে, কারণ ইহারই উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ অনেক নির্ভর করিতেছে।

এ সংসারে মানবের ঘটনা চক্রেপ্রতি পদে বিপদে পতিত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকিলে এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়াই একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়; বিপদে পড়িলে অল্প সময়ের মধ্যে যাহা দ্বারা উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি তাহাকেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কহে। বাল্যকাল হইতে বালককে একটু স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিলে, তাহাকে নিতান্ত সাক্ষী গোপাল হইতে না দিলে, তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আপনিই হইবে। জননী সন্তানের প্রতি অত্যধিক মায়া করিয়া তাঁহার যে কত ক্ষতি করেন তাহা তাঁহারা কিছুই জানেন না। অধিকাংশ মাতা সন্তানকে একেবারে জড় পদার্থের ন্যায় করিয়া থাকেন। আমরা জানি অনেক জননী বিংশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে একাকী বাটির বাহির হইতে দেন না; এরূপ হইলে আর তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হইবে কি রূপে?

আর একটী বিষয় শিক্ষার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। ইহাও শৈশব হইতে সন্তান যাহাতে লাভ করিতে পারে জননীর পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। ইহাকে আমরা পরিদর্শন বলিব, অর্থাৎ চারি দিকের বিষয় সকল বিশেষ করিয়া দেখা। দেখিয়াই এ জগতে অর্দ্ধেক শিক্ষা করিতে হয়, এই দেখিবার ক্ষমতা যদি বাল্যাবধি চর্চ্চা করিয়া উন্নত না করা যায়, তাহা হইলে পরে অনেক সময় আমাদিগকে ক্লেশে পতিত হইতে হয়। আমরা

দেখিতে পাই, কেহ একবার দেখিয়াই একটা বিষয় শিখিয়া ফেলে আবার কেহ এক বৎসর দেখিয়া তাহা শিখিতে পারে না। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, যে বাল্যাবধি ইহার চর্চ্চা করিয়াছে সে শীঘ্র শিখে, আর যে তাহা করে নাই সে শীঘ্র শিখিতে পারে না।

মানবের মানসিক শিক্ষার্থে যে কয়টী বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন প্রধানতঃ আবশ্যক আমরা এই স্থানে তাহারই উল্লেখ করিলাম। সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিলে পুস্তক নিতান্ত বৃহৎ হইয়া পড়ে।

———

দশম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নৈতিক শিক্ষা।

পণ্ডিতের চরিত্র যদি নীতি বহির্ভূত হয় তাহা হইলে তিনি পণ্ডিত হইলেও নীচ ও হেয়। বরং মূর্খকে ক্ষমা করিতে পারা যায়, কিন্তু শিক্ষিত ও জ্ঞানবান পণ্ডিতের চরিত্র মন্দ হইলে তাঁহাকে ক্ষমা করা যায় না। বরং মূর্খ হইয়া আজীবন থাকা ভাল কিন্তু অসচ্চরিত্র হইয়া এক মুহূর্ত্ত ও জীবিত থাকা কর্ত্তব্য নহে সহস্র পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও শিক্ষা কুচরিত্র হইলে সমস্তই জলাঞ্জলী দেওয়া হয়। এই জন্য সন্তানের মানসিক শিক্ষার প্রতি যত দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহা হইতে সন্তানের নৈতিক শিক্ষার প্রতি শতগুণ দৃষ্টী রাখা কর্ত্তব্য। সন্তান মূর্খ হইলে যে মাতার যত ক্লেশদায়ক হইবে, সন্তান অসচ্চরিত্র হইলে তাহার কষ্ট তাহাপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক হইবে।

সন্তানের চরিত্র যে মন্দ হয় তাহার কারণ ও আমরা বলি জননী। তিনি ভাল হইলে, তিনি সাবধান হইলে, তিনি সন্তানের চরিত্র বিষয়ে যত্নবতী হইলে সন্তান কখনই মন্দ হইতে পারে না। যখন সন্তানের বৃত্তি সকল বিকশিত হইবার উপক্রম হয়, যে সময় তাহার চরিত্র গঠিত হইতে থাকে, মাতা

তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকেন; তৎপরে যখন সন্তানের চরিত্রে অস্থির হইয়া উঠেন, তখনই তাঁহার জ্ঞান হয়। এরূপ হইলে সন্তান মন্দ হইবে না তো কি? এরূপ না হইলেই বা আজ জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত দুঃখের অগ্নি এরূপে জ্বলিবে কেন?

আমরা শুনিয়াছি অনেকেই বলিয়া থাকেন "তাহার আমরা করিব কি?" তুমি জননী,—তুমি করিবে না তো করিবে কে? সন্তান মন্দ হইলে তাহার দায়ী কে; সন্তানের চরিত্র মন্দ হইলে আমরা ধরিব আর কাহাকে" সকলই তোমরা তোমরা যেমন গড়িবে সন্তান ঠিক তেমনিই হইবে।

সন্তানের চরিত্র গঠন ও শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই শিক্ষা সন্তানকে কিরূপে প্রদান করিতে হইবে তাহাই আমরা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি। একটু যত্নের সহিত এই গুলি পাঠ করিলে ও একটু বিবেচনার সহিত সেই গুলি কার্য্যে পরিণত করিলে অনেক উপকার দর্শিবে।

সঙ্গই চরিত্র গঠনের প্রধান উপকরণ। বালক যেরূপ প্রকৃতির লোকের সহিত বসবাস ও ক্রীড়াকৌতুক করে তাহার চরিত্র তাহাদিগের ন্যায়ই হয়। এই জন্য সন্তানের সঙ্গীদিগের প্রতি জননী মাত্রেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যদি তাহাদিগের চরিত্র কোন না কোন বিষয়ে মন্দ থাকে তবে তৎক্ষণাৎ সন্তানকে তাহাদিগের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। সন্তান যাহাদিগের সহিত মিশিতে যাইতেছে পূর্ব্বে তাহাদিগের চরিত্র পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, যদি তাহাদিগের চরিত্র মন্দ হয় তবে একেবারেই তাহাকে তাহাদিগের সহিত মিশিতে

দিতে নাই। অধিকাংশ বালক সঙ্গ দোষে নষ্ট হয়। বরং বালককে একাকী রাখিবে তত্রাচ কখন তাহাকে কুসঙ্গে মিশিতে দিবে না।

কুসঙ্গে যেরূপ মন্দ হয় সুসঙ্গে তেমনি ভাল হয়। শত উপদেশ দিলে যাহা হইবে না, সৎসঙ্গের গুণে তাহা অচিরে হইবে। এই জন্য প্রথম কয়েকটী সৎচ্চরিত্রের বালক স্থির করিয়া সন্তানকে তাহাদের সহিত মিশিতে, বেড়াইতে ও খেলিতে দিতে হইবে। কিন্তু সৎচ্চরিত্র ও কুচরিত্র বিভেদ করিয়া লওয়াই কঠিন। জননী বিশেষ সতর্ক, বিশেষ যত্নশীল ও বিশেষ বুদ্ধিমতী না হইলে ইহা করা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়।

বালককে প্রথমে আজ্ঞাবহ হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। যদি বালক প্রথম হইতেই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, যদি সে প্রথম হইতেই উদ্ধত হইয়া দাঁড়ায়, যদি সে প্রথম হইতেই সকলের অবাধ্য হয়, তাহা হইলে আর তাহার কোন শিক্ষাই হইবে না। যদি কথাই শুনিল না, তবে আর তাহাকে ভাল মন্দ কিরূপে করা যাইবে। এই জন্য বালকের চরিত্র যাহাতে বিনয়-পূর্ণ ও আজ্ঞাবহ হয়, প্রথম হইতে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহা করা কিছুই কঠিন নহে; সামান্য যত্ন ও চেষ্টা করিলেই ইহা সুসিদ্ধ হইবে। সন্তানকে প্রশ্রয় না দিলে তাহার জেদ পালন না করিলে, তাহাকে ভয় করিতে শিক্ষা দিলে সে কখনই আর অবাধ্য হইবে না। তাহা না করিয়া, প্রথম হইতেই সন্তানকে যৎপরোনাস্তি প্রশ্রয় দিয়া তাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিয়া তাহার সম্মুখে আপনার গাম্ভীর্য্য

সম্পূর্ণ হারাইয়া তৎপরে সে উদ্ধত বা অবাধ্য হইলে তাহার জন্য অনুতাপ বা খেদ করা সম্পূর্ণই বৃথা। ঢিল ছুঁড়িয়া দিয়া "আহা কেন ছুঁড়িলাম, ঢিল; দাঁড়া, দাঁড়া." বলিলে ঢিল আর দাঁড়াইবে না। সন্তানকে একবার অবাধ্য হইবার পথ দেখাইয়া পরে তাহাকে আবার সে পথ হইতে আনয়ন করা বড়ই কঠিন। আর সে অবাধ্য হইলে তাহার ভরসা সম্পূর্ণই গেল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর সে কথাই শুনিবে না,— তাহার আর তাহাকে শিক্ষা দেওয়া কি?

তৎপরে বালককে সত্যপ্রিয়তা শিক্ষা দিতে হইবে। সাহস না হইলে সত্যপ্রিয়তা জন্মিতে পারে না, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের স্বদেশীয়া জননীগণ সাহসকে পরম শত্রু জ্ঞান করিয়া থাকেন। সন্তানের সাহস তাঁহারা দেখিতে পারেন না; অতি শৈশব হইতে যাহাতে সন্তানের হৃদয় হইতে এ বৃত্তি লোপ হইয়া যায় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকেন। ইহা না হইলে আজ আমরা জগতের মধ্যে অধম জাতি হইব কেন?

সন্তান যদি একাকী এক পা অগ্রসর হইল, সন্তান যদি একটা নিরীহ ছাগ শাবকের নিকট গেল, সন্তান যদি কোন প্রকারে কোনরূপ সাহসের কার্য্য করিল অমনি মাতা পাগলিনীর ন্যায় আসিয়া সন্তানকে তাহা হইতে বিরত করিতেছেন, এরূপ হইলে বাঙ্গালী কাপুরুষ হইবে না কেন? এরূপ হইলে বাঙ্গালী সত্যপ্রিয় হইতে পারিবে না কেন? যে দেশের জননীগণ সন্তানকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন না সে দেশের লোক মানব নামের অযোগ্য হইবে না কেন। আর গ্রীস দেশীয় ও রাজপুতনার জননীগণ সন্তানকে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া

আনন্দচিত্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইতেন; আরও বলিয়া দিতেন "যদি জয়ী না হইতে পার তবে ফিরিও না।" এই জন্যই বাঙ্গালী ও রাজপুতে এত প্রভেদ।

মিথ্যা মায়া করিয়া সন্তানকে সাহসের কার্য্যে নিরুৎসাহিত করিয়া যে জননী তাহার এই অমূল্য বৃত্তিকে নষ্ট করেন তাঁহার ন্যায় শত্রু সন্তানের আর কেহই নাই। সাহস না থাকিলে তাহার সত্যপ্রিয়তা, মহত্ত্ব, তেজ, মনুষ্যত্ব, কিছুই থাকিবে না। সাহস না থাকিলে তাহার জীবন মরণ উভয়ই সমান।

মানব হৃদয়ে কতকগুলি অতি কোমল, মনোহর, সুখপ্রদ ও সুখদায়ক বৃত্তি আছে, এই সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন হইলে কেবল যে নিজ হৃদয় উন্নত হয় বা নিজের সুখের উৎপত্তি হয় এরূপ নহে, ইহাতে অপরকে বিশেষ সুখী করিতে পারা যায়। যে সমাজের নর নারীর মধ্যে ইহা বিদ্যমান আছে সে সমাজ স্বর্গ তুল্য।

এই সকল বৃত্তির মধ্যে ভালবাসা প্রধান। কতকগুলি ভালবাসা আপনি জন্মে, যাহাতে ঐ সকল ভাল বাসার উন্নতি হইয়া মানব হৃদয়ে পূর্ণ বিকাশ হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা নাই সে পশু হইতেও অধম, সে মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পাত্র। যে সকল ভালবাসা নিকট সম্বন্ধ বশতঃ, শোনিত সংশ্লিষ্ট থাকা বশতঃ বা সামাজিক সম্বন্ধ বশতঃ জন্মে তাহাদের উৎপত্তি মানব হৃদয়ে আপনি হয়। কেবল তাহাদিগের উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক; স্নেহ, ভক্তি, প্রেম এ সকলের হৃদয়ে যত চর্চ্চা হইবে ইহাদের বিকাশ ততই হইবে। কিন্তু প্রথম হইতে, অতি শৈশব হইতে ইহাদের প্রতি

যত্ন না করিলে ইহারা পরে কখনই উন্নত হইবে না। আমরা যে কত পুত্রকে পিতা মাতার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে দেখি, আমরা যে কত পাষণ্ডকে স্ত্রীর প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতে দেখি, আবার আমরা যে কত মাতা ও পিতাকে সন্তানের প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিতে দেখি, সমাজে আমরা এ সকলই দেখিতে পাই, ইহার কারণ কি? কেন? এ সকল ভালবাসা তো আপনি জন্মে। সত্য ইহারা আপনি জন্মে, কিন্তু প্রথম হইতে বিশেষ যত্ন না করিলে ইহাদের বিকাশ হয় না বা ইহারা জীবিত থাকে না। যে সকল নর নারীর হৃদয়ে ইহাদের অভাব দেখিতে পাই তাহাদিগের হৃদয়ে যে ইহা জন্মে নাই, এরূপ নহে, কিন্তু লালন পালনের অভাবে, যত্নের অভাবে ইহা ক্রমে লোপ পাইয়া গিয়াছে। এই জন্য অতি শৈশব হইতে যাহাতে শিশুর মনে ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসার উৎকর্ষ হইতে থাকে তাহারই চেষ্টা করা জননীর কর্ত্তব্য। ইহা বিন্দুমাত্র কঠিন নহে। ভালবাসায় ভালবাসা জন্মে; যদি তুমি একজনকে ভাল বাস সে তোমায় ভাল না বাসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। জননী যদি ভালবাসা দেখাইয়া সন্তানকে ভালবাসা শিক্ষা দেন তাহা হইলে আর কখন সন্তানের হৃদয়ে ভালবাসার অভাব হইবে না।

ভালবাসা হইতে মানব হৃদয়ে আরও কতকগুলি কোমল বৃত্তির উৎপত্তি হয়। ইহাদের মধ্যে দয়া, কৃতজ্ঞতা, মমতা, মহত্ব, করুণা ইত্যাদিই প্রধান। মানব জীবন ইহাদের বিহনে পশু হইতেও নীচ হইয়া যায়। যাহার হৃদয়ে দয়া, মায়া, করুণা, মহত্ব নাই সে মানব নামের উপযুক্ত নহে,—সে নর-

রূপী রাক্ষস। তাহার দ্বারা সংসারে কেবল দুঃখের উৎপত্তি হয়। সে নিজেও দুঃখী হয় ও অপরকেও দুঃখী করে।

অতি শৈশব হইতে মানব হৃদয়ে এই সকল স্বর্গীয় বৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে। যদি সেই সময় হইতে অযত্ন হয় তবে আর ইহা পরে সহস্র উপদেশ ও দশ সহস্র গ্রন্থপাঠে ও হয় না। সংসারে নর নারীর মধ্যে এই সকল অমূল্য বৃত্তির বড়ই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ কত শত বিদ্যালয়, কত শত পুস্তক মানবকে ইহা শিখিবার জন্য পুনঃ পুন উত্তেজিত করিতেছে। মানব ও চেষ্টা করিতেছে না এরূপ নহে, তাহারা চেষ্টা করিতেছে কিন্তু হইতেছে না। যাহা একবার হৃদয় হইতে গিয়াছে তাহাকে পুনরায় হৃদয়ে আনয়ন করা বড়ই কঠিন। যদি শৈশবে মাতা একটু যত্ন করিতেন তবে ইহা আরও সহজেই সংঘটিত হইত, তবে ইহা প্রাপ্তির জন্য পরে এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম, ও এত অর্থব্যয় করিতে হইত না।

হৃদয়ের বৃত্তি প্রশ্রয় পাইলেই উত্তক্ত হয়; উৎসাহিত হইলেই বিকশিত হয়। যখন ইহার নিয়ম এই তখন আর হৃদয়ের বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন কোন ক্রমেই কঠিন বলা যাইতে পারে না; যে বৃত্তিটীর উৎকর্ষ সাধন নিতান্ত আবশ্যক সেই বৃত্তিটীকে অতি শৈশব হইতে উৎসাহিত করিলে ইহাক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া পরে ইহার পূর্ণ বিকাশ হয়।

সংসারে নর নারীর মধ্যে স্বার্থপরতা অতি অধিক। অত্যাধিক স্বার্থপরতা হইলে হৃদয়ের মহৎবৃত্তি সকল একে একে লোপ পাইয়া যায়। সংসারে সমাজে মানবকে বহু মানবের সহিত বস বাস করিতে হয়; প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পদে তাহা-

দিগের সহিত নানা কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইতে হয়, তাহাদের না হইলে এক মুহূর্ত্ত চলে না, মানবের এরূপ অবস্থায় আমি যদি কেবল আমারই স্বার্থ দেখি, আমি যাহাদিগের দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি, যাহাদিগের সহিত কার্য্য কলাপ করিতেছি, তাহাদিগের স্বার্থ একবারও দেখি না, এরূপ হইলে আমার সহিত আর পশুর সহিত বড় অধিক প্রভেদ আর থাকিল না। তাহা হইলে সত্বরই আমার সংসারে থাকা কঠিন হইয়া উঠে। তাহা হইলে আমি কাহারও প্রতি মমতা করিতে পারি না, তাহা হইলে অপরেও আমাদিগের প্রতি মমতা প্রকাশ করে না। স্বার্থপরতা থাকিলে সংসারে থাকা যায় না। ইহা মানবজাতির পরম শত্রু। এই জন্য যেমন করিয়া হয় এই স্বার্থপরতাকে হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য; কিন্তু হৃদয়ে ইহা একবার বদ্ধমূল হইলে পরে ইহাকে দূর করা কঠিন হইতেও কঠিন হইয়া উঠে। এই জন্য অতি শৈশব হইতেই ইহাকে সমিত করিয়া বিদূরিত করিতে হইবে। মাতার দোষেই সন্তান স্বার্থপর হয়। হয়তো দুইটী বালক একত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে, মাতা নিজ সন্তানের হস্তে আহারিয় দিয়া বলিলেন, "ওকে দিস্‌নে।" বালক অমনি স্বার্থপরতা শিখিল, অমনি সে বুঝিল পরকে দেওয়া ভাল নহে। আর যদি মাতা বলিতেন, "ওকে দিয়ে খেও, একলা খাওয়া ভাল নয়।" তাহা হইলে বালক আনন্দ চিত্তে সঙ্গীকে নিজ আহারিয়ের অংশ প্রদান করিত; আর স্বার্থপরতা যে মন্দ ও পরিত্যজ্য তাহাও শিক্ষা করিত। উপরে যে দৃষ্টান্ত দিলাম তাহাতেই বোধ হয় জননীগণ বুঝিবেন কিসে স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায় ও কিসেই বা দূরীভূত হয়। বোধ

হয় আমাদিগের আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। বোধ হয় ইহাতেই তাঁহারা বুঝিবেন কি উপায়ে সন্তানের হৃদয় হইতে স্বার্থপরতাকে দূর করা যায়।

নৈতিক শিক্ষা কেবল হৃদয়ের কতকগুলি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের নাম নহে। শিক্ষা অর্থে কতকগুলির উৎকর্ষ ও কতকগুলির দমন। যে যে বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন কর্ত্তব্য আমরা প্রথমে তাহারই কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছি; হৃদয়ের কোন কোন বৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধন কর্ত্তব্য, সন্তানের হৃদয়ের কি বিকাশ পাইলে সন্তান ভাল হয় তাহাকি কোন জননীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? হৃদয়ের যে যে বৃত্তির দমন করিতে হইয়াছে তাহার মধ্যে একটির উল্লেখ আমরা করিয়াছি, আর একটি মাত্রের উল্লেখ এই স্থানে করিব। সকল গুলির উল্লেখ করিবার স্থান এ পুস্তকে নাই।

ক্রোধ মানবের পরম শত্রু, ক্রোধ হইতে হৃদয়ে সহস্র কু-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়; ক্রোধ মানবের সুখের পথের সুতীক্ষ্ণ কণ্টক। ক্রোধকে দমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন; ক্রোধকে দমন করিবার চেষ্টাও নানা রূপে নানা জনে করিতেছেন; কিন্তু জগতের তৃতীয়াংশ লোকের হৃদয়ে ক্রোধ অসুর পরাক্রমে রাজত্ব করিতেছে। ইহার কারণ, বাল্যকাল হইতে ক্রোধকে দমনের চেষ্টা হয় না। যদি অতি শৈশব হইতে জননী সন্তানের হৃদয়ে ক্রোধকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করেন, যদি কোন ক্রমে তাহাকে রাগিতে না দেন, রাগ যে কি পদার্থ বালক যদি তাহা জানিতে না পারে তাহা হইলে কখনই আর সে ক্রোধী হইতে পারে না। এই সামান্য

পরিশ্রম ও যত্ন গ্রহণে অবহেলা করিয়া জননী কেবল যে সন্তানের সর্ব্বনাশ করেন এরূপ নহে, তাঁহার নিজের, সমাজের ও সমস্ত মানব জাতির সুখ বিসর্জ্জন দেন।

অধিক আর আমরা কিছুই বলিব না। সন্তানের ভাল হওয়া যে জননীর যত্ন ও শিক্ষার উপর বিশেষ নির্ভর করে, অতি শৈশব হইতে জননী যদি সন্তানের সৎবৃত্তি সকলের কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করেন তবে আপনিই যে তাহারা বিকশিত হয়, এই বিশ্বাস যাহাতে আমাদিগের স্বদেশীয় রমণীগণের হৃদয়ে জন্মে তাহারই চেষ্টা আমরা করিতেছি, তাহারই জন্য আমরা এত কথা কহিতেছি। যদি এই বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় হয়, তাহা হইলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইবে; এত পরিশ্রমের সার্থকতা হইবে।

——:০:——

উপসংহার।
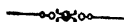
আমরা যখন এই পুস্তক প্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছিলাম তখন আমোদের মনে অভাবনীয় ভয়ের উদয় হইয়াছিল। সকলকেই সহজে উপদেশ দেওয়া যায়, অদ্য সকলের কর্ত্তব্যের উপরই বৃহৎ বক্তৃতা অনায়াসেই করিতে পারা যায়, কিন্তু যাহারা জগতে জননী হইবে, যাহারা মানব জাতীর মা হইয়া মানব জাতীর অস্তিত্ব রক্ষা করিবে, যাহাদিগের উপর জগতের ভাল মন্দ ও সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া সহজ নহে; তাহাদিগকে উপদেশ দিতে গেলে কাহার মনে না ভয়ের সঞ্চার হয়। ভয়ে ভয়ে লেখনী ধারণ করিয়াও জগত পিতা জগদীশ্বরের নামে স্মরণ করিয়া আমরা এই পুস্তক প্রণয়ণে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাঁহারই করুণায় অদ্য এ পুস্তক শেষ করিতে পারিলাম। এক্ষণে উদ্দেশ্য সফল হইলেই পরিশ্রম ও যত্ন সফল হয়।

আমরা জানি আমরা এ পুস্তকে সকল কথা লিখিতে পারি নাই। যদি জননীর শিখিবার বিষয় সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিখিতে যাইতাম তাহা হইলে পুস্তকের আকার শত গুন বৃদ্ধি হইত। নানা কারণে আমাদিগকে সংক্ষেপে সকল বিষয় শেষ করিতে হইয়াছে, প্রাণ মন খুলিয়া আমরা কোন বিষয়ই লিখিতে পারিনাই। আমরা জননীর পক্ষে কি কি শিক্ষা

কর্ত্তব্য তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়াছি, কি রূপে ঐ সকল শিক্ষা করিতে হইবে তাহার সঙ্কেত মাত্র করিতে পারিয়াছি। যদি পাঠিকাগণ যত্ন ও মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করেন তবে তাঁহাদিগের শিক্ষোপযোগী সকল বিষয়ই একরূপ ইহা হইতে শিক্ষা করিতে পারিবেন। শিশু পালন বিষয়ে আমরা এ পুস্তকে অধিক কিছু লিখিনাই, কারণ এ বিষয় কথঞ্চিৎ বিস্তৃত রূপে অন্য পুস্তকে লিখিয়াছি। এ পুস্তকে শিশু শিক্ষা বিষয়েই অধিক লেখা হইয়াছে। শিশু পালন বিষয়ে বঙ্গ ভাষায় নানা পুস্তক আছে, কিন্তু শিশু শিক্ষা বিষয়ে এক খানিও নাই। অথচ শিশু শিক্ষার ন্যায় অত্যাবশকীয় কার্য্য ও জননীর পক্ষে জগতে আর কিছুই নাই। আমাদিগের পুস্তকের এই অংশ বিশেষ যত্ন সহকারে পাঠ করিবার জন্য পাঠিকা দিগকে বিশেষ অনুরোধ করি।

আর আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই; যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিবেন তাহা দিগকে আমরা একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। জননী হইলে জননীর কত দায়িত্ব তাহা একবার বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিয়া সকলে দেখুন। শিক্ষা দেওয়া কেবল কতকগুলী প্রণালীর উপর নির্ভর করে না। শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এই জ্ঞান হইলে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা আপনিই মনে আইসে; তখন আর কি করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না।

স্বদেশীয় ভগিনীগণ, প্রতি পুস্তকেই আপনাদের গুরুতর কর্ত্তব্য জ্ঞান যাহাতে আপাদের হৃদয়ে উত্তেজিত হয় তাহার

চেষ্টা প্রাণপনে করিয়া আসিতেছি, আর অধিক কি বলিবার আছে? তত্রাচ আবার বলি,

"জগতের মা তোমরা।"

একথা কখন বিস্মৃত হইবেন না; আপনারা আপনাদের উচ্চপদের উচ্চ কার্য্য ভুলিয়া কখন আত্ম বিস্মৃত হইবেন না।

সম্পূর্ণ।